

পরীক্ষিৎ সান্যাল

অ চি রা চ রি ত

শব
পালপুকুর
অল্টারনেটিভ
মিথ্যুক
প্রতিদ্বন্দ্বী

"তুই আমায় নিয়ে যা তা শুরু করেছিস।"

"ও কথাটা একটা tautology। যা তা সেটা তো যা তাই। তার এক আনা বেশি কম নয়। কথাটা যে বাংলা ভাষায় এতদিন টিকে আছে সেটাই আশ্চর্য।"

"তাই বলে তুই আমায় নিয়ে যা ইচ্ছে করবি নাকি? আজ আমি বরোদবুদুরের স্তূপে বুদ্ধের খড়ম খুঁজছি, কাল আমি নামচে বাজারে বসে থুকপা খাচ্ছি, পরশু আমি উগাভায় টেরিস্ট পেটাচ্ছি - এসব কি? তুই আমাকে দিয়ে এই বাঁদরনাচ নাচিয়ে আমার একটা definite character তৈরি হতে দিচ্ছিসনা!"

"তোমার এই অভিযোগ চিরকালের। পৃথিবীতে সব দেশে সব কালে যত গল্প নাটক নভেল লেখা হয়েছে, তার প্রত্যেকটা চরিত্রের এই এক নালিশ। লেখক নাকি তাকে বাঁদর গড়েছেন। ওরা বোঝেনা, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়া শুধু একটা সম্ভাবনা মাত্র নয়, অবশ্যম্ভবী ফল। শুধুই শিব গড়ব, আর সাথে তার নন্দী ভৃঙ্গী আর ষাঁড়টা বাদ যাবে, সাহিত্যের বাজারে এরকম এক চোখোমি চলেনা।"

"আমি তোর নভেলের চরিত্র নই, আমি রক্তমাংসের মানুষ। বাঙালির মেয়ে।"

"শুধু রক্ত আর মাংস দিয়ে তৈরি মানুষ আছে হয়তো। আমার চোখে পড়েনি। বাঙালির মেয়ে তো নয়ই। আমার ধারণা কোন দেশের কোন মেয়েই নয়। তোমরা অর্ধেক কল্পনা।"

"তুই ধার করে কাব্য করলেই আমার তোকে সবচেয়ে খারাপ লাগে, জানিস?"

"মৌলিক কাব্যের পাপগুলো আজ সাথে নেই। নইলে সেগুলোই শোনাতাম। খামোখা নিবারণ চক্রবর্তীর থেকে ধার করতে হতনা। অবশ্য, মৌলিক আর কোনটা। কারো ধার ধারিনা, এ কথা কাবুলিওয়ালা ছাড়া কেউ বললে বিশ্বাস করিনা।"

"কাব্য ছাড়। তুই আমাকে নিয়ে এসব হাবিজাবি কেন লিখিস সেটা বল।"

"কারোকে একটা নিয়ে তো লিখতে হবে। সারবান সাহিত্য তো দুনিয়ায় অনেক হয়েছে। অনেক বুলি কপটিয়ে আর হাজার রকমের -ism ফলিয়েও utopia-র পাকা ফলটা টুপ করে মুখে এসে পড়েনি। না হয় এবার হাবিজাবিই লিখলাম। তুমি না হয় আমার আকাশকুসুমের খেতের কাকতাড়ুয়া হয়েই রইলে।"

"তাতে আমার আপত্তি নেই । তুই আমায় ওটুকুতেই ছেড়ে দিলে ঠিক ছিল । কিন্তু আমার মনে হয়, আমি নিতান্ত সাধারণ মেয়ে বলেই তুই জোর করে আমায় wonder woman বানাতে চাস । জোরাজুরিটা তোর আসেনা, তোর কলমে তো নয়ই । তোর লেখায় এসব আজগুবি ব্যাপার পড়লে বড় কষ্ট পাই।"

"তুমি সাধারণ মেয়ে বলতে কি বোঝ জানিনা । আমি আজ অদ্দি একটা সাধারণ আরশোলাও দেখিনি । কিন্তু সে অন্য কথা । তোমার মূল আপত্তিটা খন্ডন করি আগে । তুমি নিশ্চয়ই এটুকু মানবে, সে সাহিত্য নারী চরিত্র আনা হয় প্লটের বিশেষ প্রয়োজনে । অন্ততঃ এতদিন তাই হয়ে এসেছে। প্রায় সবদেশের সবকালের সাহিত্যেই পুরুষ হল 'generic he', অর্থাৎ যে 'he' টাকে নেহাত বাজে খরচা করা যেতেই পারে । যেমন when early man discovered fire, he discovered flesh tastes better when burnt । কিন্তু মেয়েদের চরিত্র এত সহজে খরচ করে ফেলা যায়না । লেখকেরা যত সহজে একটা গগন পাকড়াশির সৃষ্টি করে, তত সহজে একটা উর্মিমালাকে পেড়ে ফেলতে পারেনা । উল্টোটাও সত্যি। যুদ্ধের ময়দানে হাজার হাজার সেনা বেঘোরে মারা পড়ে । কেউ তাদের গোণাগুস্তির মধ্যেই ধরেনা । কিন্তু রাজকন্যা যখন নিজের আংটি থেকে বিষ পান করে, তখন পাঠক হায় হায় করে ওঠে । "

"মানতে পারছিনা । সাহিত্যে মেয়েরা এত দুর্লভ হয়ে ওঠেনি এখনো যে তাদের যক্ষের ধন করে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে । "

"আচ্ছা । সত্যজিতের সমস্ত লেখায় খুঁজে দেখাও একটা মেয়ে । ফেলুদার আতসকাঁচটা ধার করতে হবে । আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি, না না ... সব কথাই ওরকম হেসে উড়িয়ে দিলে তোমার হাসির মাহাত্ম্য হ্রাস হয়! তুমি আকিলিস আর কচ্ছপের গল্প জানো নিশ্চয়ই। সেই যে আকিলিস আর কচ্ছপের মধ্যে লাগল দৌড়, শেষমেষ কি একটা জটিল অঙ্ক করে জেনো জিতিয়ে দিলেন কচ্ছপকেই ।"

"শুনেছি। অঙ্কটা বুঝিনি তখন।"

"গোল বাঁধল হফস্টাডার যখন গল্পটাকে ফরাসি অনুবাদ করলেন। ফরাসিতে কচ্ছপ হল স্ত্রীজাতীয়, Madame tortue । এবার নিজেই ভেবে দেখো, আকিলিসের মত বীর কোন মুখে Madame tortue কে দৌড়তে নিমন্ত্রণ করবে । শিভালরির শ্লেষ্মায় গেল আটকে। দৌড় আর হলনা, নেহাৎ এককাপ চা আর দর্শনের শুকনো বিস্কুটেই আলাপ শেষ হল।"

“ওটা ব্যাকরণের কথা । স্ত্রী পুরুষ শুধু ব্যাকরণের বইতে আটকে থাকলে তো সমস্যাই ছিলনা ।”

"শুধু ভাষা শিখতে একটু যা কষ্ট হত । জার্মান ভাষায় শুনেছি কিশোরী হল 'it', আর একটা পের্যাজ হল 'she' । শুনে মনে কোরোনা আমি জার্মান জানি , ওই ফলটাতে দন্তস্ফূট হয়নি এখনো । হাইনের কবিতা ভাললাগত, তাই কেঁদে ককিয়ে একটুখানি শিখেছিলাম । হাইনের একটা ভীষণ বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ শোনাই

A pine tree standeth lonely
In the North on an upland bare
It standeth whitely shrouded
With snow, and sleepeth there.

It dreameth of a Palm Tree
Which far in the east alone
In mournful silence standeth
On its ridge of burning stone

“অনুবাদটা পড়ে আসলটা পড়তে ইচ্ছা করছে যে!”

“Exactly । অনুবাদটা যে লাগসই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু, অনুবাদের গুঁতোয় কবিতার আত্মাটা গেছে গাড়ি থেকে পড়ে, কলের মত শরীরটা নিয়ে কবিতাটা রয়ে গেছে । অনুবাদকের দোষ নেই । জার্মান ভাষার প্রকরণ সোজাসাপ্টা ইংরেজিতে চালানো যাবেনা । এবার এই একই কবিতার আরেকটা অনুবাদ শোনো ।

There stands a lonely pine tree
In the north, on a barren height;
He sleeps while the ice and snow flakes
Swathe him in folds of white

He dreameth of a palm tree
Far in the sunrise-land
Lonely and silent longing
On her burning bank of sand."

“তাল গাছ কি জার্মানে স্ত্রীলিঙ্গ নাকি ? আমি তো তাল গাছকে পুরুষ ছাড়া ভাবতেই পারিনা !”

"দেবি! আমার বলার কথা এটুকুই, যে তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলেই তোমায় দিয়ে সাহিত্যের পাদপূরণ করব, অর্থাৎ সাহিত্যে যেটুকুনি মেয়েদের ঘেরাটোপ তার মধ্যেই তুমি সকালের শিউলি হয়ে ফুটবে আর সন্ধ্যার শেফালি হয়ে ঝরবে, এ আমি মেনে নিতে পারিনা ।"

"তাই তুই আমাকে দিয়ে এইসব খ্যাপামি করাচ্ছিস?"

"অতটা অহঙ্কার আমার নেই । তুমি আমায় দিয়ে করাচ্ছ বললে যথার্থ হয় । যার জটা থেকে খ্যাপামির গঙ্গা বইছে, সেই মহাখ্যাপার গাঁজার কলকেটায় বিশ্বমানবের সমান অধিকার । তাতে একটা দুটো টান না হয় তুমিই দিলে । তুমি গার্গীর মত, গালিভেরার মত, ডুনোর মত, ফেনিল সমুদ্রের মত খেপে ওঠো । "

"ডুনাকে আমার ভাললাগেনা । "

"কেন?"

"সার্পেরি ডুনাকে দিয়ে নিজের রিরংসা ছাড়া আর কিছু চরিতার্থ করেছেন বলে আমার মনে হয়না ।"

"বেশ তো, ওটা বাদ দিয়েই যদি মানুষ তৈরি হত তাহলে এ আপত্তিটা মেনে নিতাম । কিন্তু আবার কবে সত্যযুগ আসবে আর কবে হোমান্নি থেকে সীতা সাবিত্রী পেনিলোপিরা আদর্শ আচরণবিধি হাতে করে জন্ম নেবেন, এ যুগের শিল্পী সাহিত্যিকরা তার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলে কিকরে?"

"তুই ডুনোর খুব ভক্ত মনে হচ্ছে?"

"আমি কার ভক্ত নই? ডুনোর তো বটেই ।"

"তুই নিরপেক্ষ হয়ে বলছিস না ছেলে বলে বলছিস?"

"ছেলেমানুষিটা একেবারে চলে গিয়ে আমায় একেবারে নিপাট নিরপেক্ষ করে দিয়ে যাবে, এমন অভিশাপ দিওনা ।"

"অর্থাৎ ডুনা যে কথায় কথায় জামার বোতাম আর পাজামার কষি আলাগা করে ফেলে, তুই সেটারই ভক্ত?"

"মোটের ও না। এই সব কষা কষি রশা রশি সরে যাওয়ার পর যেটা পড়ে থাকে আমি সেটার ভক্ত । সার্পেরির এই মানসসুন্দরীকে আমি হাঁ করে গিলেছি । ডুনা জন্মেছে মানবসভ্যতার শ্মশানে, সব ধ্বংসের শেষে, অবিরাম যুদ্ধের মাঝে রাক্ষুসে পৃথিবীতে । মানবী হয়ে জন্মেছে, পায়নি মেয়ে হয়ে ওঠার সুযোগ । সার্পেরি ডুনাকে কোন অলৌকিক ক্ষমতাও দেননি, যাতে করে ভূত পিশাচ রাক্ষস খোঙ্কসের মাঝে ডুনা কোনক্রমেও বেঁচে থাকতে পারে । শুধু তার শরীর, যা সে সবাইকে বিলিয়ে বেড়ায়, আর বলে - আমায় নাও, আমায় নাও, এই যুদ্ধ থামাও, অন্ততঃ যেটুকু সময় আমার মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পিশাচ থেকে মানুষ হও । ডুনা superwoman নয়, তাহলে তো গোল মিটেই যেত । যে ভিক্ষুণী নিজের শেষ চীরটাও গাছের আড়াল থেকে বুদ্ধকে দান করেছিলেন, ডুনা সেই বোধিসত্ত্ব । তফাত এই, ডুনার পৃথিবীতে আড়াল করার জন্য গাছ নেই আর।"

"হুঁ ... এতগুলো কথা খরচ করলি কিজন্য তাই ভাবছি । তোর কি মতলব? আমি ডুনা হতে পারবনা কিন্তু কখনো । "

"তুমি যেমন মনে করো আমি তোমায় লিখি, তেমনি আমিও ভাবি তুমি আমায় লিখে চলেছ। আমরা ইশারের drawing hands । কে কাকে লিখছি বোঝা দায় । তোমায় ফাঁকি দিয়ে আগে বাড়িয়ে একটা কিছু লিখে ফেলব, সে ভয় করোনা ।"

"গালিভেরা বরং অনেক ভালো রে, মেয়েটা ভীষণ ফুরফুরে, কোনদিন আমায় ওরকম একটা মেয়ে করিস । তুই যে সব মারকুটে মেয়েগুলোকে আমার নামে চালাস তাদের চেয়ে অনেক ভাল । "

"সার্পেরি ধ্বংসের কবি, মানারা সৃষ্টির । তাই ডুনা পাঁকের পদ্ম, গালিভেরা বিপিনের পারিজাত । ডুনার মধ্যে একজন চিন্তি আছে, আর গালিভেরা লালনের জাত, আউলিয়া । বুকের খাঁচায় যে পাখিটা খালি ডানা ঝাপটায়, সেই ছুটির পাখিটা হল গালিভেরা । ডুনা ভাবীকালের; গালিভেরা এখন, এই মুহূর্তেই তার প্রকাশ্য অস্তিত্বটাকে নিয়ে সগর্বে বেঁচে আছে । ওর দু পায়ের মধ্যে দিয়ে যখন বামনসেনা কুচকাওয়াজ করতে করতে চলে যাচ্ছে, তখন গালিভেরা এই মস্ত অবান্তরটাকে দেখে খিলখিল করে হাসছে ।

গালিভেরাকে আমি তখন ওই বামনগুলোর চোখে দেখি । গালিভেরার শরীরটা তখন আর শরীর থাকেনা, একটা প্রকান্ড প্রাসাদ হয়ে ওঠে । ওর পা দুটো সেই প্রাসাদের খিলান, ওর নাক কোন দূর আকাশে মেঘ ছাড়িয়ে আকাশপ্রদীপ হয়ে গেছে, আমার ধরাছোঁয়া কল্পনারও অনেক অনেক ওপরে । ও কাঁদলে লিলিপুটে বৃষ্টি নামে, ও হাসলে মেঘ সরে, ও একটু পাশ ফিরলেই লিলিপুটে ভূমিকম্প উপস্থিত হয় । ও মেয়ে নয়, ও প্রকৃতি হয়ে গেছে ।"

"ঐটাকেই তো ভয় পাই। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ঐটেই তো বিপদ । পুরুষের কল্পনার বোঝা সারাটা জীবন ঘাড়ে করে বেড়াতে হয় । যাদের কল্পনার দৌড় শুধুমাত্র দখল করায়, যারা শুধু চেটে নিংড়ে মেখে মেয়েদের ভরে রাখতে চায় রোজকার তেল সাবানের শিশিতে, অর্থাৎ 'পুরুষ' বিশেষণ টা শুধু যাদের পিঠের কুঁজ হয়ে রয়ে গেছে, অন্তরে প্রবেশ করেনি এখনো, তাদের ভয় পাইনা । কিন্তু এর উল্টোটাকে সামলানো যে আরো মুশকিল ! যারা খামখা মেয়েদের মধ্যে প্রকৃতি, দেবী অথবা এরকম কোন একটা ideal খোঁজে, তাদের কল্পনার দাবি মেটাব কিকরে? বিশেষতঃ, যদি তাকে ভালোবাসি । তখন তার মন রাখার জন্যই কখনো দময়ন্তী কখনো wonder woman সেজে তার কাছে যেতে হয় । যদিও আমি তো ওরকম টা মোটেও নই । "

"অতটা না সাজলেও চলে যাবে । তুমি যদি আটপৌরে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে শাকের কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে একেবারে গজেন্দ্রকুমারের শ্যামা হয়েও তার কাছে যাও, তাতেও ভালবাসায় টান পড়বেনা ।"

"শ্যামা হতে পারবনা রে । তার থেকে wonder woman হওয়া সোজা । শ্যামার মধ্যে গজেনবাবুর রক্ত আর ঘাম মিশে আছে । শ্যামা শুধু ওনারই থাক । আমাকে বরং তুই ইন্দ্রাণী রহমানের মত কিছু একটা করে গড়িস ।"

"ইন্দ্রাণী এই সেদিনও বেঁচে ছিলেন । পাঠকের কাছে ধরা পড়ে যাব তো!"

"তোর পাঠকটা কে?"

"সেটাও প্রশ্ন বটে । একবার এক সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলাম । সম্পাদক পড়ে শুনে বললেন – আপনার লেখাগুলো মশাই কোন genre এ ফেলা যাচ্ছেনা । আপনি কিছু একটা করুন, যাতে অন্ততঃ বইটা কোন তাকে রাখব সেটা বুঝি । এক কাজ করুন, realist হয়ে যান । অন্তরাকে গামলা কোলে কলতলায় বাসন মাজতে পাঠিয়ে দিন । একটু marxist অ্যাঙ্গেল থাকলে লোকে খায় ভাল, খেন্তি পাঁচি মোক্ষদাদের নিয়ে

অন্তরা একটা প্রলেতারিয়েত গড়ে তুলুক । অথবা মুচমুচে পেপারব্যাক লিখুন, অন্তরা office spouse কে সাথে নিয়ে পাটায় বিয়ার খাচ্ছে । কিছুই মাথায় না এলে surrealist হয়ে যান, অন্তরাকে জিরারফের পিঠে চড়িয়ে ইয়েমেন এর মরুভূমিতে সামন ধরতে পাঠিয়ে দিন । কিন্তু এরকম হযবরল লেখা ছাপতে পারবনা ।"

"জানি । আমি তোর একমাত্র পাঠক, অতএব ধরা পড়ার ভয় পাসনা । আমার অনেক ছোট ছোট ইচ্ছের মধ্যে এটাও একটা । ইন্দ্রাণীর মত জীবন চাইতে ইচ্ছা করে । কিন্তু ভয় পাই, অত বড় মাপের জীবনটা আমার এই চালাঘরে আঁটবেনা । তোর কলমের তো বাঁধ নেই । তুই আমাকে যখন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তেরেস্কোভা বানিয়েছিস তাহলে ইন্দ্রাণী বানাতেও পারবি ।"

"সত্যিকারের লোকেদের নিয়ে গল্প ফাঁদা মুশকিল । কারণ দূর থেকে প্রদীপের আলোটাই দেখা যায়, কাছে গেলে কালিটা চোখে আসে । এক একজন মানুষ ভাগ্যবান, তারা আগে থেকেই জেনে আসে পৃথিবীতে এসে তাদের কি করতে হবে । ইন্দ্রাণী সেরকম । অল্পপূর্ণা সেরকম । তারা ওই এক অবিচল লক্ষ্যে স্থির থেকে সারাজীবন ধরে সলতে পাকায় । আমরা আলোটা দেখি, সেই সলতে পাকানোর রক্তাক্ত পর্বটা দেখতে পাইনা । যে রক্ত অল্পপূর্ণার সেতারের তারে ছিটে আছে । যে রক্ত তুলে কেসরবাই মরেছেন । তোমায় দিয়ে ওই রক্তপাতটা আমি করাতে পারবনা ।"

"এটা তোর লেখার একটা বড় দোষ, জানিস । অবাস্তব ! আমি bizarre বা fantasy জঁর এর কথা বলছিনা, সেটাকেও যদি ঠিকমত লিখতে পারিস তাহলে উতরে যায় ! কিন্তু তোর লেখাগুলো সত্যিকারের real নয়, আবার ঠিকঠাক ফ্যান্টাসিও নয় ।"

"Realist হতে পারবনা এই আগেই বলে রাখলাম । সত্যি বলতে কি, সংসারের যে অংশটা শুধু ঘষাঘষি আর ঠোকাঠুকি, যেখানে মানুষ নিজের নিজের চৌখুপিতে খুব কষে হাত পা গুটিয়ে স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে আছে, আমার মন সেখানে পৌঁছয়না । আমি থাকি চৌকো ঘরে আর গোল অফিসে, কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে একেবারে গাছতলায়, বিধাতা তাকে কোন জ্যামিতিক আকার দেননি । ঘরের কথা, ধোপার বস্তা আর বাজারের ফর্দের কথা, কড়াই মাজার কথা, কলতলার ঝগড়ার কথা লেখার চেষ্টা করেছি বহুবার, মুষল প্রসব হয়েছে মাত্র । গজেন মিত্রকে নমস্কার করে ওই পথ ছেড়েছি । আর যদি বাস্তবের কথাই বলো, কোন জিনিসটা একেবারে ঠিকঠাক হাতে গরম বাস্তব বলতে পারো? কাঠের তক্তাটা বেশ ওজনদার বাস্তব বটে, তার মধ্যে ঠোকার পেরেকটাও

বেশ ধারালো বাস্তব, কিন্তু পেরেকের ফুটোটা? চারপাশের 'আছে' -র মধ্যে ওই একচিলতে 'নেই' টাকে কি বাস্তব বলো?"

"তুই এবার এঁড়ে তর্ক করবি । আচ্ছা থাক, ইন্দ্রাণী হতে চাইনা । তোর যা ইচ্ছা লেখ । তবে আমাকে দিয়ে আর action scene করাস না । মারপিট টা আমার আসেনা । যদি রজনীকান্তের মত বানাতে চাস, শুধু ফুঁকে যে গুন্ডা উড়িয়ে দেয়, তাহলে রাজি আছি । কিন্তু ওই 'সাহারায় শিহরণ' - এর মত মুষ্টিযোগ আর কুংফু টা বাদ দিয়ে । আর একটা কথা, লেখার সময় তাড়াহুড়ো করবিনা । তোর লেখায় ভীষণ rush, গল্পগুলো হঠাৎ শেষ হয়ে যায় । অনেকক্ষণ ধরে শেষ করবি । সময় নিয়ে । "

"তাড়াহুড়ো করার মত সময় কই আমার? আচ্ছা, এবারে বেশ সাবান গুলে ফেনিয়ে লিখব ।"

"কথাটা মনে থাকে যেন । অনেকক্ষণ ধরে শেষ করবি ।"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে । শেষ হওয়ার পরেও শেষের রেশ থাকবে অনেকক্ষণ । "

"তাহলে শেষ কর এখন ।"

"এইতো করছি ।"

"কি হল?"

"এই শেষ হল বলে ।"

"তাহলে আসি আজ ।"

"এসো" ।

"তুই এত চুরি করিস কেন? মৌলিক কিছু লেখ।"

"একেবারে মৌলিক তো স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেননি । শয়তানের থেকে খানিকটা চুরি করেছেন । সেই আদি চুরিটাই নাহয় গুঁড়ো করে বেটে ছড়িয়ে দিলাম ।"

"হুঁ - আর শুরুতেই এইরকম একটা নাম দেখলে কে পড়বে রে?"

"এমনিও যেন কত পড়ছে ! কিন্তু সেকথা থাক । তোমার ফর্মাশেই এমন সুন্দর একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখলাম, মানে চুরি করলাম ।"

"মিষ্টি প্রেমের গল্পের এই নাম?"

"অবশ্যই । এর মানে 'রাত'।"

"প্লিজ, পাঠকের সামনে জ্ঞান ফলাবিনা । জ্ঞান দিতে গিয়ে অনেক বড় বড় লেখক ডুবেছেন । তোর সেই পরিণতি আমি দেখতে পারবনা।"

"আচ্ছা তাহলে বাংলা মানেটাই থাক ।"

"তবুও এটাকে 'মিষ্টি প্রেমের গল্প' বলে চালাবি?"

"প্রেম কোথায় কোথায় হয়? হাটে মাঠে ঘাটে ? বাসে ট্রামে? কলেজে কাফেতে? বইমেলায়? রণে বনে জলে জঙ্গলে? দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে? রাজদ্বারে? শ্মশানে?"

শ ব

ফটফটে সাদা আলো । চোখ খুলতেই চোখটা ধাঁধিয়ে গেল । গোলমত একটা ষাট কি একশো ওয়াটের বাল্ব হবে। হ্যালোজেন । কিসের ওপর শুয়ে আছি বুঝতে পারছি না । কিন্তু শুয়ে আছি নিশ্চয়ই । ভীষণ ঠান্ডা । গোঁ গোঁ করে আওয়াজ । যান্ত্রিক । দূরে কোথাও পাম্প চলছে । মাছের আঁশের মত গন্ধ । একটা দুটো মাছির ভনভন । আর কি ঠান্ডা! হ্যালোজেন অল্প অল্প দুলছে। ব্যাথা । বোধহয় বাঁ পায়ে । টনটন করছে ।

আমি কোথায়?

আলোটা ভীষণ চোখে লাগছে । চোখ বন্ধ করতে গিয়েই আটকে গেলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ নেমে যাওয়াটাকে একটা চালু উপমা বলেই জানতাম । হঠাৎ মনে হল, বরফটা গলার পিছনে কোথাও গিয়ে আটকে রয়েছে ।

চোখ বন্ধ হল না ।

অর্থাৎ চেষ্টা সত্ত্বেও হল না । 'চেষ্টা' বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না । 'আমি চোখ বন্ধ করব' এই জলজ্যান্ত ইচ্ছেটা থাকা সত্ত্বেও চোখ বন্ধ হল না । অর্থাৎ আমার চোখের পাতাদুটো প্রথমবার আমার অবাধ্য হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে বেশ খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকেন? এই নড়ব এই নড়ব করেও নড়া হয়ে ওঠেনা? মাথা থেকে হাত পায়ে নড়াচড়ার 'ইচ্ছে'-টাই দেরি করে যায় । অথবা যায়-ই না ।

তফাৎ এই, আমি ঘুম থেকে উঠিনি । আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়েও আমার নিজের চোখ বন্ধ করতে পারছি না ।

এবং তার পর মুহূর্তেই আবিষ্কার করলাম, আমি ওই ক্যাটক্যাটে হ্যালোজেনটার থেকে চোখ ফেরাতেও পারছি না ।

আমার চোখের নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেছে ।

হঠাৎ কেন জানি বিড়ালটাকেই মনে পড়ে গেল । অথচ এই অবস্থায় কোন রকম ভাবেই আমার বিড়ালটাকে মনে পড়ার কথা নয়, অথবা উচিত নয় । কিন্তু এটা নির্জলা সত্যি, কাল রাতে (কালই তো? না আরো কিছুদিন আগে? কে জানে) যখন গাড়ির দরজাটা ড্রাম করে বন্ধ করে স্টিয়ারিং এ হাত দিলাম, তখন দেখি বনেটের ওপর একটা বিড়াল

নীলচোখো বিড়াল আমি শুধু ফেসবুকে দেখেছি । সামনাসামনি এই প্রথম । তাছাড়া, অবাক হওয়ার আরো একটা কারণ ছিল ।

বিড়ালটা আমার দিকেই তাকিয়েছিল ।

এমন নয় যে বিড়াল মানুষের দিকে চোখাচোখি তাকায়না । কিন্তু এই বিড়ালটার চাউনিটা আমার ছোটমাসির মত (আমার ছোটমাসিকেই কেন মনে পড়ল? ছোটমাসি দিব্যি বেঁচে, তার বিড়াল হয়ে জন্মানোর কোন সম্ভাবনাই নেই) । আমি বলতে চাইছি, যে বিড়ালটার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, যেটা আমায় কয়েক মুহূর্তের জন্য বেশ অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল ।

আমি গাড়ির ওয়াইপার চালাতেই বিড়ালটা একলাফে পালাল ।

কুছ পরোয়া নেহি, চোখ বন্ধ করতে পারছিনা তো কি, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে দেব ।

বিড়াল টা পালাতে গিয়েও থেমে গেল । তারপর জানলার নিচে এসে বলল 'মিঁয়াও' ।

এবং আমি হাত নাড়াতে পারছিনা ।

এবং আমি ঘাড় নাড়াতে পারছিনা ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে , কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করলাম , আমি কোনরকম নড়াচড়াই করতে পারছিনা ।

আমার নিঃশ্বাস পড়ছেনা ।

যাক নিশ্চিত । আমি মরে গেছি । ওরকম অ্যাক্সিডেন্ট এর পরে বেঁচে থাকাই অস্বাভাবিক । আমি নির্ঘাত মরে গিয়ে যমের দরজায় স্ট্রচারে করে লাইনে আছি ।

কিন্তু যমলোকেও কি ফিলিপসের হ্যালোজেন লাগায় ? হতেও পারে । কবি বলেছেন বিপুলা এ পৃথিবীর একটুখানি জানি । তবে কিনা, একটু খটকা লাগছে । মরে যাওয়ার পর যেটা থাকে, সেটা তো আত্মা, নাকি? অর্থাৎ আমি আসলে এখন আত্মা ('ভূত' বললে খারাপ শোনাচ্ছে) । আমার শরীর নেই । তাহলে আমার বা পায়ের টনটনে ব্যাথাটা কোথা থেকে আসছে?

ক্যাঁঅ্যচ করে দরজা খোলার আওয়াজে চমকে উঠলাম । মানে শুধু চমকালাম, উঠতে আর পারলামনা । কেউ একজন ঘরে ঢুকেছে । নিজের জীবনটাকে একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিলাম । নরকে নাকি নানা কান্ড হয় । মনে পড়তেই শিউরে উঠলাম । নাঃ , আর আশা নেই, এই যে নরকে ঢুকছি একেবারে কিমা হয়ে বেরোব । ভাবতেই ভাবতেই...

একটা ষড়ামত গুঁফো মুখ হ্যালোজেনটা ঢেকে দিল।

যমদূত কি স্যাভো গোঞ্জি পরে?

ষড়টা কুচকুচে কালো মোটা মোটা ঘেমো হাতগুলো দিয়ে আমার ঘাড়টাকে উল্টে পাল্টে দেখল। কি উৎকট গন্ধ মালটার হাতে! আমার ওয়াক উঠল। মানে ঠিক উঠলনা, অর্থাৎ আমি মনে মনেই বমি করলাম। ষড়টা একটা গোঙানির মত শব্দ করে চলে গেল।

আবার সেই হ্যালোজেন।

আমি যে মরে গেছি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। তার কারণ, আমি এখনো জামাকাপড় পরেই আছি। আমার বিশ্বাস, যে টি শার্ট আর জিন্স পরে কাল গাড়িতে বসেছিলাম, সেটাই। আমার লিবার্টির জুতোটাও বেশ বুঝতে পারছি। ওটা অন্য কোন জুতো হতেই পারেনা।

যাঃ, এরকম হয় নাকি? জামাজুতো শুদ্ধ কেউ নরকে যায়না। বলতে না বলতেই, মানে ভাবতে না ভাবতেই, টের পেলাম, কেউ আমার জুতোটা খুলে নিচ্ছে। যত্ন করে ফিতে খুলে নয়, হ্যাঁচকা টানে। আমি যন্ত্রণায় কাঁকিয়ে উঠলাম। অর্থাৎ একটা আওয়াজও করতে পারলাম না।

আবার ষড়টা। হাতে একটা স্টিলের কাঁচি। কাঁচি? কাঁচি কেন? এতরকম নরকের বর্ণনায় কাঁচি তো কোথাও... ওরে বাবা রে! এখানেই আমাকে কেটেকুটে টাঙ্গিয়ে দেবে। ষড়টা কাঁচিটা ঢুকিয়ে...

না। আমার টি শার্টটা কাটছে। উফফ। আমি তার মানে সত্যিই মরে যাইনি। কিন্তু তাহলে আমি কোথায়?

আমার বাঁ পাশ থেকে একটা ঘড়ঘড়ে গলা বলল - "কত বয়স?"

ষড়টা কাটতে কাটতেই বলল - 'ছাব্বিস'। তালব্য 'শ' নয়, দন্ত্য 'স'। বিহারী বোধহয়। আচ্ছা ও আমার শার্টটাকে কাটছে কেন?

ঘড়ঘড়ে বলল - "হুম্, আর টি এ। ক্লোজড হেড ইঞ্জুরি আর লেফট ফিমার। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স হয়েছে?"

"মিল গয়া"। ষড়টা আমার শার্টটাকে ফালাফালা করে ফেলে দিল। এবার আমার জিনসে হাত পড়েছে।

ঘড়ঘড়ে বলল - "বল এটার কি বেরবে - বক্সার না ব্রিফ?"

ষভা - "আপ লিখ লো, চারটে পান্ডি বাজি, ব্রিফ ।"

আমি কি জাতীয় আন্ডারওয়ার পরেছি তাই নিয়ে দুই শ্যালক বাজি ধরছেন । আমার ইচ্ছা করল ঠাঁটিয়ে দুটো চড় মারি । কিন্তু, ওই ইচ্ছা পর্যন্ত । সাথে সাথেই মনে হল, কি পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম আমি নিজেই ভুলে গেছি । টের পেলাম, জিনসটাও ফালা ফালা হয়ে সরে গেল । এবার ঘড়ঘড়ের মুখটা দেখলাম । আমার বয়সীই হবে, একটা মাইনাস পাওয়ারের সরু চশমা । মুখটা অক্লবয়েসের কুমার গৌরবের মত । কিন্তু, গায়ে... গায়ে ওটা কি? সাদা অ্যাপ্রন নাকি?

আমি কেন এবং কোথায় এক মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল ।

সর্বনাশ ।

"মডারেট বিল্ড, গুড নিউট্রিশন", ঘড়ঘড়ে বলছে আর খাতায় টুকছে । খচ করে ক্যামেরার আওয়াজ হল । পরপর বেশ কয়েকবার । ষভাটা নিশ্চয়ই আমার এই দিগম্বর মূর্তির ছবি তুলছে ।

আমার গলার কাছে একটা ভীষণ প্রতিবাদ জমে উঠল । আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে উঠলাম - "আমি বেঁচে আছি, মরিনি, মরে যাইনি এখনো!" চেষ্টালাম বটে, কিন্তু কোন আওয়াজ শুনতে পেলাম না ।

আমার যতখানি ইচ্ছের জোর ছিল, পুরোটা জড়ো করে চেষ্টানোর চেষ্টা করলাম । একটা ক্ষীণ চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরল বটে । কিন্তু সেটা এতই দুর্বল যে আমি ছাড়া কেউ শুনতে পেল বলে মনে হয়না ।

আর এইসময়েই কার মোবাইলে গান বেজে উঠল ।

আতিফ আসলামের গলা যে আমার কখনো এত খারাপ লাগবে আমি নিজে ভেবেছি ? অথচ আমার এখন মনে হল, গিয়ে ওর গলা টিপে দিয়ে আসি ।

আমি যেটুকু আওয়াজ করতে পারছি সেটাও আর শোনা যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই । এইভাবে মরতে হবে?

একবার ট্রাকের ধাক্কায়, আরেকবার মর্গে?

এর পরে কি হবে ভাবতেই আমার চোখ বুজে এল, হাত পা কেঁপে উঠল, ব্লাডার জবাব দিল । ধুর, কিছুই হলনা । পুরোটাই মনে মনে । পোস্ট মর্টেম শুনেছি নরকের চেয়ে কিছু কম নয় ।

কিন্তু নরক তো আত্মার ব্যাপার । আর আত্মার ব্যাথাট্যাথা লাগে বলে মনে হয়না ।
এখানে তো আমি গোটাটাকেই ... আমি আবার চেষ্টা করে উঠলাম । অর্থাৎ একটা
মিহিগলার চিঁ চিঁ আওয়াজ করলাম ।

আতিফ আসলাম গেয়েই চলেছে ।

গোঁ গোঁ শব্দটা বেড়েই চলেছে । ঘরের বাতাসটাও অস্বাভাবিক রকমের ঠান্ডা । ঠকঠক
করে কাঁপছি । অর্থাৎ কাঁপছিনা ।

কাঁটাছেঁড়া শুরু করার আগেই যেন ঠান্ডায় মরে যাই, ভগবান ! কোনভাবে মেরে ফেলো ।
আচ্ছা একরকম তো মরেই গেছি । শ্বাস পড়ছেনা । হার্ট চলছে বলেও মনে হচ্ছেনা ।
তাহলে বেঁচে আছি কি করে?

আমি তেমন ধার্মিক নই । আবার পাষন্ডও নই । এই রাজারহাটে কর্পোরেটের চাকরি
করে বেঁচেবর্তে থাকতে গেলে যতটা পুণ্য যতটা পাপ করতে হয় আমি ততটাই করি ।
সবদিক দিয়েই অ্যাভারেজ । এক দু বার অন সাইটে (অর্থাৎ আমেরিকা) গিয়ে খুচরো
নষ্টামি করেছি । ওরকম আমোদ করি তুমোও করো । দ্বিতীয় গার্লফ্রেন্ড কে প্রথম
গাড়িতে (ই এম আই এর) চড়াব বলে বেরিয়েছিলাম । আমার মাপের চেয়ে বেশি মদ
খেয়েছিলাম বলেও মনে পড়েনা । হতচ্ছাড়া রাতের ট্রাকটাই... মারবি তো মার আমায়
পুরো মেরে দিতি ! এ আমি কি হঠযোগে ঝুলে রইলাম!

হঠাৎ ছোটবেলায় দাদুর ঘরে টাঙ্গানো ছবিটার কথা মনে পড়ল । এই অবস্থাতেও যে
এতটা ডিটেল মনে পড়ছে, কি আশ্চর্য ! একজন ভীষণ রাগী রাগী ধরনের সন্ধ্যাসী, খালি
গা, বাঘছাল, কমন্ডলু, আর যা যা থাকে আর কি । আমাদের কুলগুরু ।

ছবিটার কথা বহুদিন মনে পড়েনি । হঠাৎ এখনই মনে পড়ল, সন্ধ্যাসীর পাশে তার
পুষ্টিটাও ছিল ।

একটা নীলচোখো বিড়াল ।

হ্যালোজেনটা আবার ঢেকে গেল । একটা নাক থেকে নীল মুখোশে ঢাকা মুখ । চশমা ।
নীল রঙের প্লাস্টিকের টুপিতে ঢাকা একটা অগোছালো খোঁপা । আমার এই অবস্থাতেও
অ্যাপ্রনের ওপর লেখা নাম খেয়াল করলাম । Dr A Mallik ।

দাদু উপনিষদের গল্প বলতেন । সাপের মুখে ব্যাঙ অর্ধেক ঢুকে পড়েছে (উপনিষদই
তো?), তখনো ব্যাঙ টা জিভ বার করে পোকা খাচ্ছে । আমি ভুলেই গেলাম যে আমার

এবার পোস্টমর্টেম হবে । আমি মুখোশের ফাঁকে চোখের দিকে হাঁ করে (অর্থাৎ হাঁ করতে না পেরে) তাকিয়ে রইলাম ।

ঘোর কাটল ঘড়ঘড়ের গলায় - "ম্যা'ম, আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে । স্টমাক কন্টেন্ট টাই মেন । গোবরায় বলে রেখেছি । "

একটা রিনরিনে গলার আওয়াজ । কথাগুলো আর বুঝতে পারছি না । এবার বিদায় দে মা ! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ...

একটা নিটোল হাত আমার চোখের সামনেই গ্লাভস পরছে । ম্যাজেন্টা রঙের পাতলা ফিনফিনে গ্লাভস । আমি আর ভাবতে পারছি না । আচ্ছা এখন কি ভাবা উচিত ? হরিনাম? আমি তো হাজারবার চেষ্টা করে নিজের নামটাই বলছি, কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে কই !

আতিফ আসলাম বন্ধ হয়ে এখন হিমেশ শুরু হয়েছে ।

গ্লাভস পরা হাতে একটা ছুরির মত জিনিস । এই ছুরি আমি চিনি । সার্জনের ছুরি । ইংরিজিতে একটা ভাল নাম রয়েছে । মরুকগে । আমার বুকের ওপর মনে হল কেউ যেন রাঁদা চালাচ্ছে ! আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড ! তারপরেই আমি ... আর সহ্য হচ্ছে না । আমি আমার সমস্ত শক্তি জোগাড় করে চেষ্টাছি । "এভাবে নয়, এভাবে নয়! আমি বেঁচে! বেঁচে আছি ..." । কেউ গানটাকে বন্ধ কর । গানটাকে বন্ধ কর ।

একটা ধপাস করে শব্দ । গানটা থেমে গেল?

হঠযোগী বলে হঠযোগী! আমার ইচ্ছাশক্তির জোর আছে তাহলে, অ্যাঁ!

"মিয়াঁও!"

এবার Dr A Mallik এর গলা স্পষ্টই শুনলাম - “ গগন, post mortem রুম মে বিল্লি কিউ?”

নিকুচি করেছে গগনের । আমি তখন উদ্ভ্রান্তের মত চেষ্টাছি । আমার নাম । আমার বাবার নাম । আমার মাসি পিসি মামা মামী শালা শালী ধোপা গোয়ালা জগাই মাধাই সবার নাম । আমি বাঁচব । এবারের মত অন্ততঃ ... আমি বাঁচব!

হ্যালোজেনটা আবার ঢেকে গেল । মুখোশটা সরিয়ে Dr A Mallik এবার স্থির চোখে আমায় দেখল । তারপর আমার মুখের কাছে কানটা নামিয়ে আনল ।

“What the ...”

এরপর তিন বছর কেটে গেছে ।

পৃথিবীর কোথায় কোন অক্ষাংশে কোন দ্রাঘিমায় কোন সমুদ্রের ধারে আমরা বসে আছি আর বললাম না । ভরা চাঁদের রাতে যেকোন একটা সৈকত ভেবে নিন । কালো ঢেউয়ের ওপর চিকচিকে চাঁদের আলো । বালির ওপর আমরা । পৃথিবীর প্রথম নরনারীর মত । অন্তরা আমার বুকে শুয়ে রয়েছে । আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে । জ্বলজ্বলে চাঁদ । ফিলিপ্সের হ্যালোজেনের মত ।

"কি দেখছ?", হ্যালোজেন ঢাকা পড়ে গেল ।

"আপাততঃ তোমায় ।"

অন্তরা আমার কানে কিছু বলতে গেল । আমি বিশেষ কিছুই শুনতে পেলামনা । রাতের সমুদ্রের আওয়াজ খুব ।

"কি বললে?" - আমি চঁচালাম ।

"তোমার আজ মন নেই"- অন্তরাও চঁচিয়ে উঠল ।

তা ঠিক । এই সমুদ্র, ওই চাঁদ, এর সাথে কিছু একটা যেন মিলছেনা । কি যেন একটা নেই ।

অন্তরা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল । চাঁদের সামনে । ওকে একটা কালো ছায়ার মত দেখাচ্ছে । অল্প অল্প যেন কাঁপছে । সমুদ্রের বাতাসে ওর চুলগুলো জ্যোৎস্না ঢেকে দিচ্ছে ।

"আমি জানি তোমার মন কিসে ফিরে আসবে!" - কথাটা কি ওই বলল না অন্য কেউ !

অন্তরা বসে পড়ল । আবার চাঁদ । এবার বোধহয় একটু বেশি উজ্জ্বল । হঠাৎ আমার বুকে আবার অন্তরার হাত । কেঁপে উঠলাম । অন্তরা আমার পিছনে । চাঁদের আলোয় আমি ওর হাতদুটোকে দেখলাম ।

নিটোল দুটো হাত । আর তার ওপর ম্যাজেন্টা রঙের পাতলা ফিনফিনে গ্লাভস ।

(স্টিফেন কিং সমীপেষু)

জলন্ধর, ২০১৯

“কিছু বুঝতে পারলাম না । Dr A Mallik মাথা নিচু করে কি শুনল?”

“কি করে জানব বলো । লেখক মানেই সবজান্তা নয়।”

“এত সূক্ষ্ম হলে হয়না । আরেকটু বুঝিয়ে না বললে দুর্বোধ্যতাটাও জমেনা । গল্প গল্পই, তার একটা আগা আর গোড়া থাকা চাই । ”

“আমার গল্প ওরকমই । ল্যাজামুড়ো সব মিলেমিশে গোয়ের্নিকা । আমার ভাললাগে । ”

“তোর নিজের ভাললাগার জন্য লিখিস?”

“আবার কে ? ঈশ্বরের চাপরাশ আর সম্পাদকের হুড়কো দুইএর কোনটাই আমার নেই । তাহলে আমার বোম্বাগড়ের রাজা হতে কেন আটকাবে?”

“সাহিত্যের নিজের একটা দাবী আছে, সেটা মানিস? অন্ততঃ তুই লিখবি বলে যে গাছগুলো নিজেদের প্রাণ দিয়ে কাগজ হয়েছে সেগুলোর কথা ভেবে লেখ ।”

“আচ্ছা । কিভাবে লিখব তুমিই বলো ।”

“শুধু আত্মাটা দিয়ে মানুষ নয়, তার একটা শরীরও চাই । ভুতের গল্প মানে এই নয় যে গল্পটাকেই অশরীরী হতে হবে! তুই যাদের থেকে চুরি করিস তাদের লেখাগুলো আবার ভালকরে পড় । কি ডিটেলের কাজ ! তোর গুরু স্টিফেন কিং থেকেই বলছি -

“A cold prairie wind was blowing when Bradley left Needle Manor. He zipped his coat and stood taking long breaths, trying to get as much outside as possible into his insides, and as fast as he could. It wasn't the execution per se; except for the warden's bizarre blue shirt, it had seemed as prosaic as getting a tetanus shot or a shingles vaccination. That was actually the horror of it.”

“বুঝেছি । গল্পের গাড়িটা তোমার খালি খালি লাগছে। শুধু গুড়ের নাগরীটা এককোণে পড়ে আছে, খড় বিচুলি দিয়ে বাকি জায়গাটা না ভরালে খালি গাড়ি ঢকঢক করবে । আচ্ছা তাই করব না হয় । ”

“এবার কি লিখবি?”

“খৈয়াম ।”

“কোনটা?”

“The moving finger writes, and once written, moves on”

পাল পুকুর

রিটার্ড জাস্টিস চন্দ্রমাধব পাল এর বাড়ির দরজায় যখন সৈকত, তখন রাত সোয়া একটা । লাস্ট ট্রেনে অশোকনগরে পৌঁছতে সাড়ে বারোটা , তারপর কোনক্রমে একটা ভ্যান রিকশায় বসে দেড়শ টাকা গুণে অবশেষে পালপুকুর । জাস্টিস পালের গ্রামের বাড়ি । শীতকাল । প্রথম রাতের কুয়াশা । দুটো একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ । কলকাতার বাইরে, গ্রামদেশের শীত কেমন সৈকতের জানা ছিলনা । পাতলা উইঞ্চিটারের ফাঁক দিয়ে কনকনে হাওয়া জানান দিচ্ছে। জাস্টিস পালের বাড়িটা, বাড়ি নয় প্রাসাদ । ফটক দেওয়া পাঁচিলটা জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা । ভিতরে অগোছালো বাগান, বেশিরভাগ জংলা গাছ । একটা ধোঁয়া ওঠা পানাপুকুর কুয়াশায় মিশে গেছে। বাড়িটায় আলো নেই, রাস্তাতে তো নেইই । একফালি চাঁদ আছে অবশ্য । সৈকতের ছায়াটা কাঁপছে । এত রাতে এই শীতের মধ্যে কলকাতার থেকে বহুদূরে এই বিশাল বাড়িটার দরজায় দাড়িয়ে গা ছমছম করছে । বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

দরজা খুলল অবশ্য । প্রতাপ, সাথে হারিকেন । জাস্টিস পালের ড্রাইভার কাম ম্যানেজার কাম কাজের লোক । কলকাতার অফিসে প্রতাপকে বেশ কয়েকবার দেখেছে । বয়স তিরিশের বেশি নয়, মুশকো, চোয়ালটা অস্বাভাবিক রকমের চওড়া । হারিকেনের আলোয় প্রতাপকে যেন আরও দু তিন সাইজ বড় মনে হচ্ছে। একটা খসখসে চাদর জড়ানো । দরজাটা ভেজিয়ে প্রতাপ সিঁড়ির দিকে দেখিয়ে দিল । ভিতর থেকে বাড়িটাকে আরও বড় দেখাচ্ছে। বিশেষতঃ, কোন আসবাব সৈকতের চোখে পড়লনা । দেওয়ালে ছবি আছে দু চারটে, একটাকে দেখে সৈকতের মনে হল যামিনী রায়ের অরিজিনাল হলেও হতে পারে। জাস্টিস পাল জমিদার বংশের, অন্ততঃ সেরকমই শোনা যায়। তবে বিশেষ কিছু যে অবশিষ্ট নেই তা বোঝা যাচ্ছে। সৈকত জুতোটা ছেড়ে প্রতাপের পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল । লোডশেডিং । অথবা জাস্টিস পালের বিখ্যাত খামখেয়াল , কারেন্টের লাইনই নেই। প্রতাপকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল সৈকত । মনে পড়ে গেল, প্রতাপকে কখনো কোন কথা বলতে শোনেনি । আশ্চর্য । এই প্রথমবার সৈকত ব্যাপারটা খেয়াল করল ।

একটা প্রমাণ সাইজের ঘরে জাস্টিস পাল একা বসে । দুটো মোমবাতি তাকের ওপর রাখা, একটা টেবিলে । পাশে আধখাওয়া গ্লাস । জাস্টিস পাল তাকিয়ায় শুয়ে । দৃষ্টি

ছাদের দিকে । ভঙ্গিমাটা দেখেই সৈকতের বুকটা ছাঁত করে উঠল । জাস্টিস পালের বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই, তবু চেহারা এখনো একটা টানটান ভাব আছে । প্রেশার বহুদিনের, দু চোখে ছানি অপারেশন, এছাড়া তেমন কোন রোগ নেই । এসময় বুড়ো মরলে সৈকতের ভীষণ অসুবিধা হয়ে যাবে ।

না । জাস্টিস পাল হাত তুলে চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন । সামনাসামনি বসেই সৈকত খেয়াল করল, জাস্টিস পালের চেহারা ভেঙ্গে গেছে । চোখদুটো বসে গেছে, ক্লান্ত । রঙটাও খানিক ফ্যাকাসে লাগছে । এছাড়া, যদিও সৈকতের বহুদিন যাতায়াত, তবুও কলকাতার বাড়িতে জাস্টিস পালকে কখনও ড্রিঙ্ক করতে দেখেছে বলে মনে পড়েনা । এই তিন মাসে কি শরীরটা বেশিই খারাপ হয়ে গেল?

"সরি, এতরাতে তোমায়...", জাস্টিস পাল কেশে উঠলেন, "ওই তাকের ওপর রাখা । প্লিজ হেল্প ইয়োরসেলফ ।"

"থ্যাঙ্কস সর । আই অ্যাম গুড ।"

জাস্টিস পাল আগুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন - "আরে খাও । এ জিনিস আর পাবেনা", তারপর হঠাত খপ করে সৈকতের হাত ধরে বললেন - "আই ইন্সিস্ট" ।

সৈকত ভীষণ অবাক হল । কারোকে জোরাজুরি করা জাস্টিস পালের ধাতে নেই, বিশেষতঃ ড্রিঙ্ক করার ব্যাপারে । সৈকত তাকের কাছে গিয়ে বোতলগুলো নেড়েচেড়ে দেখল । চেনা কোনকিছুই চোখে পড়লনা । জাস্টিস পালের নিজের বাড়ির বারে সৈকত, এই গোটা ব্যাপারটাই কেমন অলীক । একটা গোলমত বোতল থেকে কিছু একটা ঢেলে সৈকত ওখানেই দাড়িয়ে রইল । সাধারণতঃ জাস্টিস পালের সামনে অকারণে কেউ মুখ খোলেনা । তবে সৈকত আন্দাজ করতে পারছিল, প্রয়োজনটা বিশেষ না হলে এত রাতে জাস্টিস পাল নিজের দেশের বাড়িতে তলব করবেননা ।

"আমি তোমাকে এখানে এত রাতে ডেকে আনলাম, তার কারণটা ভাবছ নিশ্চয়ই ।" জাস্টিস পাল চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন - "হবে । তবে তার আগে জরুরি কাজটা সেরে ফেলো । আমার হাতে সময় খুব কম, " জাস্টিস পালের চোয়াল শক্ত হয়ে এল - "আফটার অল, ইউ আর মাই লিগাল কাউন্সেল । যাকে বলে, আমার উকিল ! হাঃ হাঃ ! লইয়ার টু আ হাইকোর্ট জাজ, বেড়ে কাজ বলো!", জাস্টিস পাল একটা চুমুক দিলেন, "ওই তাকের নিচের ড্রয়ারে একটা ফাইল আছে।"

সৈকত ড্রয়ার খুলে চেনা ফাইলটা বার করল । হুম, তাহলে এই ব্যাপার । বুড়োর আবার খামখেয়াল চেপেছে । ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে নিজে চেয়ারে বসে সৈকত ড্রিঙ্কে প্রথম চুমুকটা দিল ।

"উইলে চেঞ্জ করব । ফাইলটা খোলো । মাঝরাতে ডেকে আনলাম , কারণ সময় একেবারেই নেই ।" জাস্টিস পাল আবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন ।

বাড়ি জমির দলিল । ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট । অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব । সবই সৈকতের চেনা । আগে দুবার উইল করেছেন জাস্টিস পাল । পৈত্রিক আর নিজের মিলিয়ে জাস্টিস পালের বেশ ভালোরকম সম্পত্তি । আপাততঃ ছেলেমেয়ে ভাগ্নে ভাইজিরা সব বাইরে , কিন্তু উইলের গন্ধ পেলেই যে যার কাজ ফেলে ছুটে আসবে , সৈকত জানে । আরো কোন দূরসম্পর্কের ভায়রাভাইরা উদয় হবে কে জানে । কিন্তু গত দুবারের চেয়ে এবারের তফাত, আগের গুলো মাঝরাতে লেখা হয়নি ।

"ইউ আর লাইক মাই সান । কতদিন চাকরি হয়ে গেল বলতো?" - জাস্টিস পালের গলা ধরে আসছে মনে হল ।

"বারো বছর সর ।"

"ফ্রেশ ফ্রম ল স্কুল, ডিয়ার বয়!" জাস্টিস পালের চোখ চিকচিক করছে - "আমি জানি আমার ছেলেমেয়েরা আর ফিরবেনা । আই অ্যাম গেম উইথ দ্যাট । ওরা নিজের মত থাক । আই ওয়ানট টু রিওয়ার্ড ইয়ু মাই বয় । ফর বিয়িং আ ফ্রেন্ড টু অ্যান ওল্ড ম্যান ।" জাস্টিস পাল আবার চুমুক দিলেন । "লেখ, আমি চন্দ্রমাধব পাল, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় পালপুকুরের পৈত্রিক বাটি ও তৎসংলগ্ন জমি এবং পুকুর, অ্যাটর্নি সৈকত মিত্রের স্ত্রী ... সরি, ভাল নামটা লিখে নিও ... কে দান করিলাম । "

সৈকতের কলম আটকে গেল ।

"এই শর্তে", জাস্টিস পাল বলেই চলেছেন, "এই জমি বাড়ি ও পুকুর তিনি বিক্রয় বা কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারিবেননা । অর্থাৎ বাড়ি ভাঙতে পারবেনা, পুকুর বোজাতে পারবেনা, জমি প্রোমোটরকে দিতে পারবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি । তবে থাকতে বা ভাড়া দিতে বাধা নেই, প্রোভাইডেড ... ভাল ইংরাজিতে লিখে নাও ।" জাস্টিস পাল থেমে থেমে বললেন - "অন্যথায় এই সমস্ত কিছু বনবিভাগকে দান করা হবে । "

"সর", সৈকত মুখ খুলল, " আই ডোন্ট গেট ইট । শর্বরীর নামে এতকিছু..." - বলেই মনে হল, ভুল হয়ে গেল । মেঘ না চাইতেই পুরো প্লাবন । এখন আর কথা বাড়ানো

উচিত হলনা । বিশেষত বুড়ো যখন নিজের মুখে বলছে । স্পাউসের নামে সম্পত্তিটা এতটাই চিরাচরিত আর জোলো কায়দা, যে ও নিয়ে প্রশ্ন করাটাই মূর্খামি মনে হল ।

"ইয়েস । শোনো, সময় বিশেষ নেই । প্রতাপকে দিয়ে উইটনেস সিগনেচার করিয়ে নাও । তাহলেই আপাতত কাজ শেষ । আর হ্যাঁ, পুকুরটা কিন্তু প্রতাপের নামে করা আছে, যাবজ্জীবন । ওটা বদলাবেনা । মিসেস সৈকত মিত্র উইল ইনহেরিট দা পুকুর ওনলি হোয়েন প্রতাপ ইজ নো মোর । আর শর্তগুলো থাকবে অ্যাজ ইট ইজ । "

লেখাটা শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণে হারিকেন নিয়ে প্রতাপ হাজির । বোধহয় তৈরিই ছিল । খসখস করে সই করে চলে গেল ।

"যাক, বড় কাজটা মিটল । ফাইলটাকে আবার জায়গায় রেখে দাও । সময় বড় কম" - জাস্টিস পাল স্বগতোক্তি করলেন - "কাজটা তো মিটে গেল, এবার? টপ আপ!"

একটা জানলা খোলা বোধহয়, নইলে ঘরের ভেতরেও এত ঠান্ডা কেন ? সৈকত সোজা হয়ে বসল - "কিছু মনে করবেননা সর । নট দ্যাট আই কমপ্লেন, বাট দিস ইজ মোর দ্যান আই ডিজার্ড ।" সৈকতের চোখে প্রশ্ন ।

"বুড়ো মানুষের ভীমরতি ধরে নাও, " জাস্টিস পালের চোখ চিকচিক করছে - "জানি । প্রশ্ন অনেক । রাতটাও অনেক বাকি । মাইলস টু গো ।"

এর উত্তর কি হওয়া উচিত সৈকত ভেবে পেলনা ।

"আমার জন্ম এই বাড়িতেই " - জাস্টিস পাল নড়েচড়ে বেশ আরাম করে শুলেন - ""বাড়িটা আমার ঠাকুরদার তৈরি । বারভুঁইয়ার একজন । লোক বলে জমিদার । আমি বলি ডাকাত । আমাদের বংশের ইতিহাস ভাল নয়", জাস্টিস পাল গ্লাসটা তুলে নাড়াচাড়া করছেন - " পাশের পুকুরটা দেখেছ?"

"দেখলাম । বেশ বড় । অনেকদিন ব্যবহার হয়না বোধহয়", সৈকত বলতে চেয়েছিল 'অনেকদিন কেউ নামেনা বোধহয়', কিন্তু কি ভেবে 'ব্যবহার' কথাটাই ঠিক মনে হল ।

"ওটাই পালপুকুর । যার নামে এই গ্রামের নাম । আগে নাম ছিল ফাঁসুড়ে পুকুর । আমার ঠাকুরদার ঠগীর দল ছিল । ঠগী জানো? অষ্টমঙ্গলার দিন সেই ঠগীর দল মেয়ের পালকিই অ্যাটাক করল । ঠাকুরদাকে লোকে বলত জামাইকাটা পাল । সে অনেক গল্প । মোট কথা, ফাঁসুড়ে পুকুর সুবিধার নয় । প্রচুর গলাকাটা লাশ ওতে ..." , জাস্টিস পাল থেমে গেলেন । এমনিতে বয়স হলেও জাস্টিস পালের কথাবার্তার কোন গুণ্ণগোল

সৈকত কখনো লক্ষ্য করেনি । তবু আজ যেন একটু বেশিই পরিষ্কার কথা বলছেন ।
ভুইস্কি, হয়তো ।

"কাকা বলত, ঠাকুর্দার লুকনো মোহর পুকুরপাড়ে পোঁতা আছে । মোগল আমলের মোহর
। বর্গীর লুঠ । ছেলেভুলানো গল্প আরকি । মোহরের খুঁজে খুরপি হাতে পুকুরপাড় খুঁড়েছি
অনেক । মোহর পাইনি, তবে যা পেয়েছি তাকে একরকম, গুপ্তধনই বলা চলে - হাঃ হাঃ
" ।

জাস্টিস পাল আজ একটু বেশিই হাসছেন ।

"প্রথমবারটা আমার স্পষ্ট মনে আছে । দুপুরবেলা, ঘাসের ওপর ফড়িং, পুকুরপাড়ে
আমি, তিরটির করে হাওয়া বইছে । সালটা মিড ফরটিজ, যতদূর মনে পড়ে । আমার
বয়স বছর ছয়েক । ব্যাপারটা টের পেলাম গাছের পাতার সরসর শুনে । একটা জোর
হাওয়া" - জাস্টিস পালের চোখমুখ কুঁচকে গেল - "দেখলাম, পুকুরের জলে কে যেন
লিখছে । বেশ যত্ন করেই লিখছে । বসে বসেই দেখলাম, পুকুরের জলে বাতাসের
লেখা, একটা নাম । বড়জোর দশ সেকেন্ড । তারপরই মিলিয়ে গেল । "

হুম , সৈকত ভাবল, কেস অন্যদিকে যাচ্ছে । আবার উইলটা না পালটে ফেলে । এসব
কথা জানাজানি হলে উইল গ্রাহ্য হবেনা । ছিটেলের উইল আদালতে মানবেনা ।

"নামটা মন দিয়ে শোনো । 'খিরোদ' । না, ক্ষীরোদ নয়, খ দিয়ে খিরোদ । অর্থাৎ ওই
বয়সে আমি ক্ষীরোদ বানান যা লিখতাম আর কি । জুভেনাইল, কিন্তু ব্যাপারটা ভাবার
মত, অ্যাঁ । অর্থাৎ শুধু পুকুরটা নয়, আমিও একজন অ্যাকমপ্লিস ! মজার কথা হল,
ক্ষীরোদবরণ তখন মামাবাড়িতে । আমার একদম হাফপ্যান্ট পরা বয়সের বন্ধু । ওই
বয়সের বন্ধুত্ব যেমন হয় আর কি, একদম গলায় গলায় ।" - জাস্টিস পাল দম নিলেন -
" এনিওয়ে, ক্ষীরোদ আর ফিরলনা । শুনেছিলাম সে মামাবাড়িতেই মারা যায় ।
ম্যালেরিয়া । "

"সরি । " - সৈকত আরেকটা ড্রিঙ্ক নিল । আশি বছরের পুরনো বন্ধুবিচ্ছেদে
শোকপ্রকাশটা উচিত হল কিনা ভেবে পেলনা ।

"যোগাযোগটা আমি খেয়াল করি বেশ কিছুদিন পরে । তবে ভয়ে কাউকে বলিনি ,"
জাস্টিস পাল হঠাত খক খক করে কেশে উঠলেন । সৈকত জলের গ্লাসটা সামনে ধরল
। জাস্টিস পাল সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে - "না । এখনই না । আরেকটু সময় আছে ।
কি বলো ! তা বুঝলে, সেই ভয় আমার আজও কাটেনি । এই তুমিই প্রথম জানলে । দি

প্রিভিলেজড ওয়ান। তারপর থেকে রোজ দুপুরেই পুকুরপাড়ে গিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু দিনের পর দিন বসে থেকেছি, নাথিং, কোন নাম পাইনি। তারপর একসময় ব্যাপারটা ভুলেই গেলাম।"

"তারপর আর কখনো..." - সৈকতের প্রশ্ন শেষ হলনা - "ইয়েস! ইয়েস! কলেজ। বঙ্গবাসী। ছয়মাস বাদে প্রথম শনিবার বাড়ি এলাম। অনেকদিন বাদে ফিরে ব্যাপারটা আবার মনে পড়ে গেল। পুকুরটাকে চোখে চোখে রাখছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন পুকুরটাও আমায় নজরে রাখছে। যেন অনেকদিনের জমানো কথা বলার আছে। বেশি রোমান্টিক হয়ে গেল নাকি ... ক্লাইম্যাক্সটা কিন্তু ট্রাজিক। পরেরদিন বিকেলে, ওই পুকুরে আমার বাবার নাম দেখলাম। বাবার বয়স হয়েছিল অবশ্য, আর তখনকার দিনে হার্ট অ্যাটাকের এত চিকিৎসাও ছিলনা। মোটকথা, হার্ট অ্যাটাক কিনা জানিনা, তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবা ধড়ফড় করতে করতে মারা গেলেন।"

একটা অসহ্য নৈঃশব্দ্য।

"তারপর থেকে অনেকবার, একই ঘটনা। শুধু চেনা নয়, অচেনা মানুষ, র্যান্ডম পিওপল। হয়তো পরে খবরের কাগজে নাম পড়েছি। অমুক দুর্ঘটনায় তমুক ব্যক্তি নিহত। পুকুরে দেখা নামগুলো খাতায় লিখে রাখতাম। সে খাতাটাও গেল হারিয়ে। নব্বই বছর বয়সটা তো কম নয়। হাউএভার, দেয়ার ওয়াজ ওভারবেয়ারিং গিল্ট। আমার মনে হত এদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। পুকুরপাড়ে না এলে এদের নামও লেখা হতনা, আর ... কিন্তু তাই কি হয়!" জাস্টিস পাল সৈকতের হাত চেপে ধরলেন - "কত লোক তো রোজ মরে, কত লোক। দে ডাই ইন ফ্লক্স! সবার নামই কি ওই পুকুরে ..."

সৈকত কিছু না ভেবেই বলল - "এ ব্যাপারে আপনি কখনো কিছু করার চেষ্টা করেছেন, মানে ঘটনাটা আটকানোর জন্য ... যদি যার নাম লেখা এল, তাকে আগে থেকে বলে রাখা যায়।" অর্থাৎ বুড়োর সাথে কথা চালিয়ে যেতে হবে তাই কনরকমে মুখ খোলা। মাথায় শুধু ঘুরছিল, আর কে কে এসব কথা জানে। উইলটা পাশ হলে হয়।

জাস্টিস পাল বোতলটা পুরো উল্টো করে গ্লাসে ঢেলে নিলেন। তারপর তাকিয়া থেকে উঠে আস্তে আস্তে হেটে বারে গিয়ে আরেকটা বোতল হাতে নিলেন। "নাঃ। অত সাহস নেই। আসলে ... মনে হত, এই যে রোজকার জীবন সে একরকম। আর ওই পুকুরের মধ্য জগতের সব কলকজা ঘুরছে। হুইলস অফ ফেট। ওর মধ্যে নাক গলিয়ে ... বেটার টু ডাই আ ফুলস ডেথ। এই বছর দশেক আগেই, একটু আগে পরে হবে,

সবে মেজমেয়ের বাড়ি থেকে ফিরেছি । সেদিন রাতে এল কালবৈশাখী । সে কি ঝড় ! পুরো বাগানটা তছনছ হয়ে গেল । জানলা দিয়ে দেখলাম পুবপাড়ের জামরুল গাছটা মড়মড় করছে । এমন সময় পুকুরের দিকে নজর পড়ে গেল । আর থাকতে পারি নি, টর্চ হাতে এই বুড়ো বয়সেও ছুটলাম । ঝড় মাথায় করে পুকুরপাড়ে যা দেখলাম " - জাস্টিস পাল হঠাত কেঁপে উঠলেন - "অনেক নাম, এই লিখছে, এই মুছেছে, অজস্র অচেনা নাম । আমি কাঁপতে কাঁপতে ওই বৃষ্টির মধ্যেই বসে পড়লাম । প্রতাপ এসে তুলে না নিয়ে গেলে সে রাতেই...", জাস্টিস পাল হঠাত থেমে গেলেন ।

"আপনি শিওর আর কারোকে বলেননি?" - সৈকত প্রশ্নটা আর চেপে থাকতে পারলনা । জাস্টিস পাল যেন শুনতেই পাননি - "পরেরদিন সকালে খবর পেলাম ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, কয়েকশো লোক, ইউ মাস্ট রিমেম্বার দি ইন্সিডেন্ট । অনেকবার চেয়েছি, পুকুরের আশেপাশেও না যেতে । জমি বাড়ি বিক্রি করব করব করেও হয়ে ওঠেনি । মাসের পর মাসে ছেলেমেয়েদের কাছে বিদেশে কাটিয়েছি । অল টু স্টে আওয়ে ফ্রম দিস ফাঁসুড়ে পুকুর । কিন্তু ও আমায় ডাকে । নেশা । জানার নেশা । এই নেশাতেই আমার মরণ । শেষবার পুকুরপাড়ে গেছিলাম - আজ সকালে ।"

"আর তাই সঙ্গে সঙ্গে আমায় ..."

"ইয়েস" - জাস্টিস পাল বোতলটার কর্ক খুলতে চেষ্টা করছেন । সৈকতের মনে পড়ল, এতটা ন্যূজ জাস্টিস পাল কে আগে দেখিনি । হাতপায়ের চলাফেরার মধ্যেও একটা বাধো বাধো ভাব, মুখটা ফটফটে রকমের ফ্যাকাশে । মাথাটা তো আগেই গেছে । সময় হয়ে এল । তবে, পাগলের প্রলাপেও একটা লজিক থাকে । এক্ষেত্রে লজিকটা কঠিন নয় মোটেও ।

"অর্থাৎ আজকে পুকুরপাড়ে গিয়ে", সৈকত শেষ চুমুকটা দিয়ে খালি গ্লাস নামিয়ে রাখল, "আপনি নিজের নাম দেখলেন?"

জাস্টিস পাল সশব্দে কর্কটা খুলে ফেললেন । সাথে সাথে ভীষণ ঠান্ডা হাওয়ার একটা ঝলক সৈকতকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল । সৈকতের দিকে তাকিয়ে , জাস্টিস পাল, যেন সারা শরীর দিয়ে একবার হাসলেন ।

"না, আমার নাম নয় ।"

(স্টিফেন কিং এর 'Dune' এর অনুবাদ)

জলন্ধর, ২০১৯

সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া মানে কি?

In the best possible future, there will be
no war, no famine, no crime,
no sickness, no oppression,
no fear, no limits, no shame...
...and nothing to do.

Roger Williams
'Metamorphosis of prime intellect'

অ ন্টা র নে টি ভ

এক

সকাল নটার সময় ডিরেক্টরের পিং মানে হয় কোন নচ্ছার বাচ্চা কাউকে কম্পাস দিয়ে খুঁচিয়ে দিয়েছে, নয় কোন রিক্রুট ডিপ্রেসনে দেওয়ালে নখ ঘষে ওয়ালপেপার তুলে দিয়েছে, আর তৃতীয় সম্ভাবনাটা ভাবতেই অন্তরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভিজিটর।

অন্তরা সাইকিয়াট্রিক কাউন্সেলর। ছমাস হল HRRC তে জয়েন করেছে। এইচ আর ডিপার্টমেন্ট ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে, খালি গল্পগাছা করে দিন কাটালে চাকরি থাকবেনা। অ্যাপ্রাইজাল এর সময় 'shouldered additional responsibility'-র কলামটা ভরানোর জন্যেও কিছু না কিছু করে যেতে হবে। অতএব অন্তরা HRRC-র অলিখিত টুর গাইড।

ডিরেক্টরের অফিসের সামনে ছ সাতজন বসে। অন্তরা চিনতে পারলনা। কিন্তু ভিজিটর যে, হাবভাবেই বোঝা যায়। এখানকার সবাই অন্তরার মুখ চেনা হয়ে গেছে। HRRC তে ভিজিটর খুব বেশি আসেনা, দু তিন মাসে হয়তো কোন মেজমন্তী সেজআমলা। এরা সেই গোছের নয়। সবার চেন দেওয়া জ্যাকেট, একরকমের কালো ফ্রেমের চশমা। মনে হয় যেন ইউনিফর্ম পরে এসেছে। মুখগুলো যেন পাথরে র্যাঁদা চালিয়ে বানানো। মেয়েগুলোর চুল খুব আঁট করে করে খোঁপা করা, আর টাইট বডিস। দূর থেকে মেয়ে বলে চেনা মুশকিল। এই পোশাক, এইরকম লোক অন্তরা কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করল। মনে এলনা। অন্তরা সামনে দিয়ে যেতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। কিন্তু অন্তরা তখন সেটা খেয়াল করলনা।

ডিরেক্টরের অফিসটা খুব স্যাঁতস্যাঁতে। আলো বলতে শুধু একটা টেবিল ল্যাম্প। বিশেষ কোন আসবাব নেই। একটা টেবিল চেয়ার আর একটা সোফা। কাঠের মেঝের ওপর খুব পুরনো কার্পেট। ডিরেক্টর মনিটরের দিকে তাকিয়ে কাকে খুব কড়া গলায় শাসাচ্ছেন। টেবিলের এপাশে একটা পচিশ ছাব্বিশ বছরের লোক, অথবা তার কমই হবে। আর একজন বয়স্ক মহিলা। দুজনেই ঠিক ওইরকম ইউনিফর্ম পরা। তফাত এই, মহিলার

কানে একটা দুল আছে । লোকটা অন্তরাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ।
আরো আশ্চর্য, খানিকটা হাসলও বটে ।

অন্তরার জীবনে এমন ঘটেনি । ব্যাপারটা এতটাই অস্বাভাবিক ঠেকল যে কি করবে না
ভাবতে পেরে ঠায় দাঁড়িয়েই রইল ।

"ওয়েল, কাম ইন", ডিরেক্টর হঠাৎ চেয়ারটা ঘুরিয়ে দেখলেন অন্তরা ঘরের মধ্যেই -
"দেবাশিস, আর ভাসিরেডিড । এরা এসেছেন SNP থেকে ।"

এত ক্ষণে! অন্তরার চমক ভাঙল । আগেই বোঝা উচিত ছিল, এরা SNP । কিন্তু HRRC
- র মত জায়গায় SNP কোনদিন ভিজিটে আসবে, সেটা এতটাই অপ্রত্যাশিত, যে
প্রকৃতিস্থ হতে অন্তরার একটু সময় লাগল ।

অন্তরা সোফায় বসল । দেবাশিসও বসে পড়ল । ডিরেক্টর খানিকক্ষণ দুজনের দিকেই
তাকিয়ে বললেন - "আমি জানি, খানিকটা সময় লাগবে । দূতরফের থেকেই । কিন্তু
ভাসিরেডিড, আপনি মনে রাখবেন, HRRC বা সরকার আপনাদের বিপক্ষে নয় । আমার
মনে হয় খামোখা আর তিক্ততা না বাড়িয়ে ... that is why I accepted this
proposal । "

"সেটা জেনেই আমরা এসেছি । খানিকটা দোষ যে আমাদেরও সেটাও মেনে নিয়েছি ।
আমাদের প্রাক্তনরা যে ভুল করে গেছেন, তার সাজা আমাদের পেতে হবেই ।" - মহিলা
বললেন ।

অন্তরা খেয়াল করল, মহিলার গলায় স্বরের ওঠানামা । HRRC তে বন্দি থেকে থেকে
প্রায় একইরকম সুরে সব কথাবার্তায় অভ্যাস হয়ে গেছে । মহিলার গলাটা তাই
অস্বাভাবিক ঠেকল । SNP তে বোধহয় সবাই এভাবেই কথা বলে । আসলে একজন
SNP ঠিক তার সামনেই বসে, এটাকে অন্তরা ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছেননা ।

অথচ দুজনকেই দেখতে শুনতে একেবারে সাধারণ মানুষের মতই ! অন্তরা আন্দাজ
করতে চেষ্টা করল, কোন সাব সেন্টারে এদের জন্ম । সমস্ত সাব সেন্টারের নিজস্ব কিছু
বৈশিষ্ট্য থাকে (যদিও সাব সেন্টার গুলো এটা কখনোই মানেনি । তাদের মতে,
randomisation তার স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে) । কিন্তু লোকটার বা মহিলার
কারোরই চেহারা বা কথাবার্তায় এমন কিছুই খুঁজে পেলনা ।

হয়তো অন্য দেশের । এটা ভেবে কেমন যেন নিশ্চিত লাগল ।

"ইয়েস, তাই আমরাও আপনাদের accept করছি, as a trial measure ।" - ডিরেক্টর অন্তরার দিকে তাকালেন - "এনাদের নিয়ে দেখিয়ে দাও, give them the full tour ।"

"কিন্তু..." - অন্তরা কি একটা বলতে গেল ।

"No buts । অল অফিশিয়াল প্রোটোকলস আর ক্লিয়ার । আমি ওনাকে ব্রিফ করে দিয়েছি, তুমি ওদের টিমটাকে নিয়ে এক ঘন্টা মত ঘুরিয়ে দেখাও । দেবাশিস, শি উইল শো ইউ অ্যারাউন্ড ।"

অন্তরা চাপা গলায় বলল "Randomisation lab টাও কি দেখাব? মানে, আমি নিজেই সেখানে একবার গেছি ।"

"সাবিত্রীকে আমি বলে দিয়েছি, শি উইল হেল্প ইউ আউট ।"

ব্যাপারটা ক্রমশই ঘোরতর হচ্ছে । একেবারে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি গোছের কেউ এলে তবেই randomisation lab এ ভিজিট হয়, আর সাবিত্রীর ডাক পড়ে । একেবারে SNP কে বাড়ি ডেকে এসব দেখানো ... অন্তরা সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল ।

দেবাশিস টেবিল ছেড়ে উঠে ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে অল্প একটুখানি ঝুঁকল । ডিরেক্টর কেমন খতমত খেয়ে গেলেন, তারপর কোনক্রমে সামলে নিয়ে আবার মনিটরের দিকে তাকালেন । অন্তরা বেরিয়ে এল, পিছনে দেবাশিস । ভাসিরেডিড ভিতরেই রয়ে গেলেন ।

"সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দি," - আবার দেবাশিসের গলা, আবার চমকে উঠল - "ইনি মিস অন্তরা, আমাদের আজকের গাইড । এরা হল স্যাম, কেতকী, প্রকাশ আর হিমাবিন্দু ।"

'মিস' কথাটা অজানা । অন্তরা মনে মনে নোট করে নিল । অন্তরাকে দেখে সবাই আবার উঠে দাঁড়াল, এবং সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকল । অন্তরা সবার ইউনিফর্ম খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে ।

স্যাম বলে ছেলেটার বুকের ডানপাশে নেমপ্লেট, তাতে লেখা 'Samarendra Singh' । বা পাশে SNP র এম্বলেম পিন দিয়ে লাগানো । সকালের সূর্যের ছবি, চারপাশে গোল করে লেখা Society for Natural Philosophy । কুখ্যাত rising sun icon । অন্তরা এত কাছ থেকে প্রথমবার দেখল ।

কেতকী মেয়েটা বাঙ্গালি বলেই মনে হল, আর মুখচোখে epsilon সাব সেন্টার একেবারে বসানো । আরো একজন epsilon কে খেয়াল করল, যার নাম প্রকাশ । হিমাবিন্দুর টা বোঝা গেলনা । তার ওপর এদের পোশাক আশাক এতটা একরকম, বলা কঠিন । অন্তরা আর মাথা ঘামালনা । কতক্ষণে এদের বিদায় করবে সেটাই মাথায় ঘুরতে লাগল ।

“This way,” অন্তরা মুখস্ত করা টুর শুরু করল, “আমরা প্রথমে যাব কিভারগার্টেনে।”

দুই

একটা বিশাল হলঘরে প্রায় হাজারখানেক বাচ্চা গিজগিজ করছে । সবার বয়স চার থেকে সাতের মধ্যে । একটা মৃদু গুঞ্জে হলঘরটা ভরে আছে । সবকটা বাচ্চা কোন না কোন কাজে ব্যস্ত । বেশিরভাগই খাতা প্যাড নিয়ে । মোটের ওপর বাচ্চাগুলো আজ শান্ত । অন্তরা আশ্বস্ত হল । যদি এই SNP র লোকেদের সাথে নিয়ে ঢুকেই দেখত কে কার বেণী ঘরে টানছে তাহলে মোটেও ভাল হতনা ।

হলঘরটায় ঢুকতেই সমরের যেটা চোখে পড়ল সেটা হল একটা নিওন সাইন । নীল আলোয় লেখে 'কিভারগার্টেন', নিচে বড় হাতের লেখায় 'Human Reproduction Research Center'। তার ঠিক নিচেই মেঝের ওপর একটা বাচ্চার মূর্তি। সেলুলয়েডের । সদ্যোজাত হাস্যমুখ বাচ্চা। HRRC র ম্যাসকট । হাতে একটা ব্যঁকাচোরা কাঠির মত কি যেন। HRRC বলে যে ওটা আসলে DNA, ডাবল হেলিক্স । একটা বাচ্চা DNA হাতে করে জন্মাচ্ছে, ভাবতেই সমরের হাসি পেল । কিন্তু আপাততঃ হাসিটা চেপে গেল ।

অন্তরা লেকচারটা একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিয়ে শুরু করল - “এই হল কিভারগার্টেন, চার বছরের বাচ্চারা এখানে ভর্তি হয়, তারপর তাদের priming, অর্থাৎ অঙ্ক আর রসায়নের একদম প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় ।” অন্তরা একটা বাচ্চার খাতা তুলে নিয়ে দেখাল - তাতে $8 + 8 = ৮$, $৭ \times ১৩ = ৯১$ এরকম নানা অঙ্ক কষা । পাতাটার এককোণ একটা চশমা পরা দিদিমণির বিকৃত মুখ । অন্তরা বাচ্চাটার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে খাতাটা রেখে দিল । বাচ্চাটা ফ্যাক ফ্যাক করে হাসল। সামনের দুটো দাঁত নেই ।

"আর অ্যালজেব্রা কত বয়সে শুরু করেন?", কেতকীর প্রশ্ন ।

শব্দটা অন্তরার কানে নতুন ঠেকল । কিন্তু SNP দেব সাথে ঘোরাফেরা করলে এরকম নানা অসুবিধে আসবেই, ঘাবড়ে গেলে চলবেনা । অন্তরা একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল -
" Sorry । এরকম কিছু আমরা শেখাইনা ।"

প্রকাশ একটা মুখব্যাদান করল । যেন এর মধ্যেই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে । কেতকী বলল -
" অর্থাৎ জানা জিনিস থেকে অজানা কিকরে বার করতে হয় , সেটা আপনারা একেবারেই শেখাননা!"

এরা কি সবাই এরকম আলো-আঁধারি ভাষায় কথা বলে ? নেহাৎ বাংলা কথা, তাহলে অন্তরা এর একবিন্দু মানে কেন বুঝলনা?

"আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বোধহয় appreciate করতে পারছিনা ।" - অন্তরা এবার এক নিঃশ্বাসে বলতে শুরু করল - "আমাদের অঙ্ক শেখানোর উদ্দেশ্য যখন primary তে এরা কেমিকাল মডেল তৈরি করবে , তখন যাতে অসুবিধা না হয় । আমরা ওই জায়গাটাতেই জোর দিই। অবশ্যই এটা HRRC policy ।"

হিমাবিন্দু চুপচাপ বাচ্চাদের দেখছিল, এবার মুখ খুলল - "আপনাদের অবাক লাগেনা? এই যে এতগুলো বাচ্চা একদম শান্তশিষ্ট হয়ে বসে রয়েছে , কেউ ছোট্টাছুটি করছেন, চেয়ার উল্টে দিচ্ছেনা, খালি মাথা গুঁজে পড়ছে !"

"সেরকম সমস্যা হয়ে মাঝে মাঝে" - অন্তরার কিছুইদিন আগেই কম্পাস দিয়ে খোঁচানোর ব্যাপারটা মনে পড়ল - "কিন্তু HRRC policy । এদের রিড্রুটমেন্ট ট্রেনিং এখান থেকেই শুরু হয় । তাই আমরা যতদূর সম্ভব এসব ডিসকারেজ করি ।"

দেবাশিস অন্তরাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল - "লেটস অল বি ফ্রেন্ডলি হিয়ার । আপনি আপনার টুর নিয়ম মতো কন্ট্রোল করুন ।"

"হ্যাঁ", অন্তরা ঢোঁক গিলে আবার শুরু করল - "এখানে অঙ্ক শেখানোর উদ্দেশ্য হল যাতে এরা primary তে গিয়ে বেসিক chemical calculation গুলো করতে পারে । সাথেসাথে এখানে structural modeling ও শেখানো হয়।" এককোণে একটা বাচ্চা অনেকগুলো লাল নীল বল আর কয়েকটা কাঠি দিয়ে কিস্তুতকিমাকার একটা মূর্তি বানাচ্ছিল, অন্তরা সেদিকে তাকালো । বাচ্চাটা একটা সবুজ বল লাগাতেই গোটাটা ধসে পড়ল । বাচ্চাটা কপালে হাত দিয়ে, খুব যেন দুঃখ এমন একটা ভাব করে মেঝেতে থপ করে বসে বলগুলো কুড়োতে লাগল ।

"এটা আগেই বলে দিয়েছেন " - প্রকাশ মুখ ব্যাকাল ।

আবার বাধা! অন্তরার গুলিয়ে গেল । এবার খুব মন দিয়ে আবার শুরু করল -
"কিভারগার্টেনের তিন বছরের শেষে রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা হয় । তার থেকেই ভবিষ্যতের
রিক্রুটদের বেছে নেওয়া হয়।"

"অর্থাৎ যারা পরীক্ষায় পাশ করে তাদের," - কেতকী বলল ।

"হ্যাঁ", কথাটা এতই সহজ যে এতে প্রশ্ন করার কি আছে অন্তরা বুঝতে পারলনা ।

"আর যারা ফেল করে?" - প্রকাশের প্রশ্ন ।

'ফেল' শব্দটা অন্তরা শোনেনি কখনো । চুপ করে কেতকীর দিকে তাকিয়ে রইল ।

"অর্থাৎ যারা পরীক্ষা পাশ করেনা, তাদের কি হয়?"

"ও" - অন্তরা তাড়াতাড়ি সামলে নিল - "তাদের social service এসে নিয়ে যায়,
দরকার মত কাজ দেওয়া হয়। "

"যাদের আপনারা বলেন prolet" - কেতকীর মন্তব্য ।

এদের কথাবার্তার ধরণটা কেমন যেন । "হ্যাঁ, সেটাই তো..."

"HRRC policy", প্রকাশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ।

"অবশ্যই । যারা কিভারগার্টেন পাশ করেনা তারা primary তে কেমিকাল মডেলিং
কিকরে করবে? তাদেরকে আমরা 1st level prolet বলে social service এ পাঠিয়ে
দি।"

"এবং তারা ফ্যাক্টরি ড্রোন, ডেলিভারি বয় এরকম নানা কাজ পায়" - প্রকাশ বলল ।

"সরি, social service তাদের কি কাজ দেয় আমি জানিনা । " অন্তরা সত্যিই জানেনা
। এমনকি social service র অফিসটা কোথায় তাও জানেনা ।

"এবং তারা আর কোনদিনও বাচ্চা তৈরি করতে পারেনা", - কেতকীর প্রশ্ন ।

"না", কথাটা বলেই অন্তরার মনে হল, এদের একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন - "যারা
কিভারগার্টেনের অঙ্কই করতে পারেনা, তারা assembly III অব্দি পৌছবে কিকরে?
বাচ্চা তৈরি করা তো অনেক দূর।"

হিমাবিন্দু বলল - "অর্থাৎ আপনি সমস্যাটাকে অঙ্ক আর কেমিস্ট্রি হিসেবেই দেখছেন ?
এই সমস্ত prolet দের বংশ যে এখানেই শেষ হয়ে যাবে, সেটাকে justify করছেন।"

অন্তরা মনে মনে বলল - এ ছাড়া আর উপায় কি। এই সব নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার নিয়ে যে তর্ক করা যায়, অন্তরার ধারণা ছিলনা। কিন্তু এরা মনে হয় একেবারে যুদ্ধের সাজেই এসেছে। অন্তরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দেবাশিস হাল ধরল - "আই থিঙ্ক উই আর ডান উইথ কিভারগার্টেন। Let's move on!"

কিভারগার্টেনেই যদি এত প্রশ্ন তাহলে কেমিস্ট্রিতে কি হবে কে জানে। অন্তরা হলঘরটা থেকে বেরিয়ে এল।

তিন

ডিরেক্টর বেশ উত্তেজিত হয়ে বলছেন - "আপনাদের যে কথাটা সবার আগে মনে রাখা প্রয়োজন, যে এ ছাড়া মানুষের বংশবৃদ্ধি এবং species বাঁচিয়ে রাখার আর কোন উপায় নেই। এই সহজ কথাটা অস্বীকার করা মানে নেহাত জেদাজেদি।"

ভাসিরেডিড বললেন - "অন্য উপায় যে নেই সেটা প্রমাণ হয়নি এখনো!"

ডিরেক্টর এর সাথে SNP র আগেও পরিচয় আছে। 'প্রমাণ' শব্দটা তার কাছে নতুন নয়। SNP-র নিজের একটা আলাদা ভাষা আছে, তাতে এরকম নানারকমের শব্দ রয়েছে যার এমনিতে কোন মানে নেই।

ভাসিরেডিড বলতে থাকলেন - "আপনারা নিজেদের বলেন রিসার্চ সেন্টার। কিন্তু এখানে রিসার্চটা কি হয় বলতে পারবেন?"

"এই যে এতরকমের আলাদা আলাদা মানুষ তৈরি করা! এটা কি অসম্ভব পরিশ্রমের কাজ আপনার ধারণা আছে?"

"আছে" - ভাসিরেডিড সামনে ঝুঁকে বললেন - "আমরা কি এবং কেন সে সম্পর্কেই আপনাদের ধারণা নেই দেখছি। একটা সহজ কথার উত্তর দিন। মানুষ দুরকম কেন?"

"ওটা আপনাদের একটা বাজে তর্ক ছাড়া কিছু নয়।"

"পুরুষ নারী আলাদা নয়?"

"আপনাদের প্রোপাগান্ডা ফিট করার জন্য আপনারা এ দুটো শব্দ তৈরি করেছেন।" -

ডিরেক্টর স্পষ্টতই বিরক্ত - "মানুষ নানারকম। আমরা হাতে করে তৈরি করি বলে জানি

। তার ফিনোটাইপ শুধু দুটো নয়, অজস্র। এতরকম মানুষকে শুধু দুটো ক্লাসে ফিট করানো অবাস্তব।"

ভাসিরেডিড হেলান দিয়ে বসলেন - "আপনারা চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে আছেন । স্ত্রী পুরুষের এতবড় তফাত টাও না দেখে স্রেফ নিজেদের টেস্টিউব আর কেমিস্ট্রি সেট নিয়ে বাচ্চাদের মত খেলছেন ।"

"তফাত যাই থাক, সেটা কি কাজে আসে? HRRC তে শুধু কাজের কথা হয়।"

"সেইটা নিয়ে গবেষণাটা কেন করছেননা? এতগুলো বাচ্চার সারা জীবন নষ্ট করছেন খালি ল্যাবরেটরিতে ঘুরিয়ে । প্রতিবছর HRRC থেকে কতগুলো ছেলেমেয়ে পাগল হয়ে যায় আপনিও জানেন, আমিও জানি ।"

"প্রথম কথা, ওরা বাচ্চা নয়, ওরা রিক্রুট । মানবসভ্যতা রক্ষা করার জন্য ওরা নিজেদের জীবন স্যাক্রিফাইস করেছে।"

"স্যাক্রিফাইস তখন বলে যখন লোকে সেটা নিজের ইচ্ছায় করে । চার বছর বয়সে লোকের নিজের ইচ্ছা থাকেনা । আপনারা এদের ধরে এনে এই কাজে লাগিয়ে দেন।"

ডিরেক্টর টেবিলের ওপর হাত রেখে বললেন - " 'এই কাজ' বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন আমি জানিনা । আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'এই কাজ' টা খুব মন দিয়ে না করলে আমি আপনি কেউই থাকতাম না।"

"আমাদের পূর্বপুরুষ কত পুরনো, আপনার কোন ধারণাই নেই।"

"আপনি কি যুদ্ধের আগের কথা বলছেন?"

ভাসিরেডিড চোখ কুঁচকালেন - "হ্যাঁ, তাই বলছি । যুদ্ধের আগে কি কিছুই ছিলনা নাকি?
“

"ছিল নিশ্চয়ই । কেমিস্ট্রি আর proteome assembly নিয়ে যা জানি, সে সবটাই যুদ্ধের আগের । জানি বলেই এখনো অন্ধ মানুষ টিকে আছে। নইলে যুদ্ধের পরে যে অবস্থা হয়েছিল..."

"যুদ্ধের আগে মানুষ কিভাবে বাচ্চা তৈরি করত বলে আপনার মনে হয়?"

"আমি জানিনা, জানতেও চাইনা। যুদ্ধ হয়ে গেছে আজ প্রায় দুশো বছর, আমার জন্মেরও বহু আগে । তার আগে কি হত তা নিয়ে ভাবাটা নেহাৎ সময় নষ্ট। আপনাদের হাতে অটেল সময়, আপনারা ভাবুন!"

"আমাদের অটেল সময় আপনারাই দিয়েছেন" - ভাসিরেডিডর স্বরে রাগ - "আপনি জানেন কিনা জানিনা, আমার চার বছর বয়সে আমাকেও এই HRRC তে তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল ।"

"জানি। Prolet-রাই যে SNP তৈরি করেছে সেটা এতদিনে বুঝে গেছি । নিশ্চয়ই প্রথম পরীক্ষাতেই আটকে গেছিলেন?"

ভাসিরেডিড হাসলেন - "না, অঙ্কে অতটা কাঁচা ছিলামনা । সমস্যা হল, আপনারা ভাবেন অঙ্ক আর বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই । অনেক কষ্টে কেমিস্ট্রি I পার করেছিলাম, কেমিস্ট্রী II তে গিয়ে আটকে গেলাম ! আমায় social service এর কুয়োতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি । নানারকম কাজ করলাম । কিছু বলার মত, কিছু বলা যায়না । SNP আমায় বাঁচিয়েছে ।"

"এই যে এতবছর SNP নিষিদ্ধ ছিল..."

"তাতে আমাদের কাজ বন্ধ ছিল নাকি?"

"কাজ মানে তো ওই ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশে চেয়ে থাকা আর 'কবিতা' লেখা । 'কবিতা' শব্দটা ঠিক বললাম তো? মানে আপনাদের ভাষা তো বেশি জানিনা" - ডিরেক্টর এমন করে হাসলেন যেন দারুণ একটা রসিকতা করেছেন ।

ভাসিরেডিডর মুখে আবার স্মিত হাসিটা এল - “ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে যা পেয়েছি, তা আপনার এই বন্ধ ল্যাবরেটরিতে কোনদিন পাবেননা !”

"যেমন?"

"আপনার বিশ্বাস হবেনা ।"

"তবু জানতে ইচ্ছা করছে। Try me । ”

ভাসিরেডিড এবার ডিরেক্টরের কানের কাছে মুখ এনে বললেন - "যেমন এই পৃথিবীর মত আরো পৃথিবী আছে।"

"বটে!" - ডিরেক্টরের ভুরু কপালে উঠল ।

"এবং তারা সূর্যের চারপাশে ঘোরে।"

"অর্থাৎ সূর্য তাদের চারপাশে ঘোরে, তাই বলতে চাইছেন তো!"

"না" - ভাসিরেডিড এবার বেশ জোরের সাথে বললেন - "পৃথিবী, এবং পৃথিবীর মত বাকি যে তিনটেকে আমরা দেখেছি, সেগুলো সব সূর্যের চারপাশে ঘোরে।"

"তিনটে" - ডিরেক্টর এবার সশব্দে হেসে উঠলেন - "একে রক্ষা নেই! তিনটে! তার ওপর সবাই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। আপনি আর কাউকে বলেননি তো এসব কথা!"

"সবাইকে বলেছি। এবার আরো চেষ্টা করে বলব। জন্মকালাদের শোনাতে গেলে ঢাক পেটাতে হয় সেটাই পেটাব।"

এই 'ঢাক পেটানো' শব্দটা কি ডিরেক্টর বুঝলেন না। "দেখুন, আমি আপনাদের শত্রু নই। সরকারও এখন আপনাদের মোটামুটি মেনেই নিয়েছে।" - ডিরেক্টরের স্বীকারোক্তি - "যদি আকাশের দিকে তাকিয়ে আর কবিতা লিখে বাচ্চা তৈরি করার একটা সোজা উপায় বার করতে পারেন, তাহলে আমাদেরই সুবিধা হয়।"

"Exactly। বাচ্চা বানানো ছাড়াও যে অন্য কাজ আছে, মানুষ সেটা ভুলে গেছে। বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য দর্শন সবের দফারফা! দেশসুদ্ধ লোকে সারাক্ষণ সারাজীবন ধরে ল্যাবে বসে বাচ্চা বানাচ্ছে!"

চারটে শব্দই ডিরেক্টরের অচেনা। SNP র কাছে নাকি যুদ্ধের আগেকার অনেক বইপত্র আছে। শোনা কথা। ডিরেক্টরের কেমন গা ছমছম করে উঠল। মনে হল মানুষ নয়, অন্য কারোর সাথে কথা বলছেন। মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন - "কি করা যাবে, একটা বাচ্চা assemble করতে এক জীবনের পরিশ্রম লাগে। প্রথমে randomisation, তারপর proteome, cell culture, organ assembly... এর মধ্যে অন্য কিছু করার সময় কই!"

"ওই ফর্দটা আর দয়া করে আমাকে আর শোনাবেন না। এখন যে কাজে এসেছি সেইটা দেখান।"

"আচ্ছা ওঠা যাক তবে।"

চার

সকাল থেকেই সমরের কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছেন না। মানুষ কিকরে তৈরি হয় সেটা নিয়ে একটা ভাসা ভাসা ধারণা ছিল। HRRC তে কি হয় তা নিয়ে অনেক গালগল্পও শোনা। হঠাত করে সব একেবারে দেখে ফেললে যা হয়, গা গুলিয়ে ওঠে। সমরের মধ্যে সেরকমই কিছু একটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল।

অন্তরা assembly II তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে । গোটা ঘরটাই লম্বা লম্বা কাঁচের শিশি, টিউব, বয়াম আর মোটা মোটা প্লাস্টিকের নল । সবাই আপাদমস্তক হাজমাট স্যুট পরে ঘুরছে । চোখে মোটা চশমা । অন্তরা যে টেবিলটায় নিয়ে এল সেখানে একটা উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে একটা একহাত লম্বা নলওয়ালা মাইক্রোস্কোপের মধ্যে খুব মনোযোগ দিয়ে চেয়ে আছে । পাশে একটা মনিটরে একটা গোলমত কি দেখা যাচ্ছে । ছেলেটা একটা পাতলা সূঁচ দিয়ে সেটাকে ঘাঁটছে ।

‘কাসিফ?’

ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল । চোখটা কুঁচকে একটু বিরক্তি প্রকাশ পেল । তারপর আবার মাইক্রোস্কোপে তাকিয়ে যেমনকে তেমন কাজ করতে লাগল ।

‘কাসিফ’ - অন্তরা এবার একটু জোরে বলল ।

ছেলেটা এবার কাঁধটা সামান্য ঝাঁকিয়ে মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে বলল - "কি?" অন্তরা এবার ছেলেটার দিকে কটমট করে তাকাল । ছেলেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল । তারপর মনিটরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলতে গড়গড় করে বলতে শুরু করল - "এই যে সোমাটিক আর এই ল্যাটারাল প্লেট মিসোডার্ম। এই দুটোকে এখনই আলাদা না করলে পরে আর এই বাচ্চাটার muscle আর tendon গুলো জোড়া লাগবেনা । কারণ muscle তৈরি হবে lateral plate থেকে, আর tendon তৈরি হবে somatic mesoderm থেকে..."

"অর্থাৎ হাড়ে মাংসে জোড়া লাগবেনা ।" অন্তরা কাসিফকে থামিয়ে দিল - "এই যে মুখ চোখ নাক হাত পা আঙ্গুল, সবকটাই যে সবকটার জায়গায় আছে, এই কাজটাই assembly তে হয় । নইলে cell culture থেকে আধা মানুষ তৈরি হয়ে আসবে, কিন্তু শেষ হবেনা ।"

সবাই বেশ জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল । অর্থাৎ পুরোটাই বোঝেনি ।

সমর বোধহয় গ্রুপটার থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছে । অনেকগুলো কাঁচের শিশি বয়াম, প্লাস্টিকের টিউব দিয়ে জোড়া । তাকের ওপর পরপর রাখা । সমর কয়েকটা চিনতে পারল । একটা খুব ছোট্ট একটা হার্ট । যেরকম বইয়ের ছবি দেখেছে সেরকম মোটেও নয় । বিশেষতঃ, সমর খেয়াল করল, হার্টে যে সমস্ত ফুটোগুলো থাকার কথা, অর্থাৎ রক্ত যাওয়া আসার পথ, সেগুলো কিচ্ছু নেই ।

পরের শিশিটায় একটা লিভার । ছোট । কিন্তু বইয়ের ছবির মতই দেখতে । একটা হাতের অর্ধেকটা । একদিকের চামড়া তৈরি হয়েছে । অন্যদিকে হাড় মাংস দেখা যাচ্ছে সব ।

পরের শিশিটার সামনে এসে সমর থমকে গেল ।

একটা বাচ্চা । ঠিক বাচ্চা নয়, আধাখ্যাঁচড়া । যেন কেউ তৈরি করতে করতে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছে । মুখটা ব্যাঁকা, চোখগুলো পুরোপুরি কোটোরের ভিতর ঢোকেনি । সমরের মনে হল এরকম একটা মুখ কোন একটা পুরনো বইতে দেখেছে । কিন্তু কোন বই মনে পড়লনা ।

"এগুলো সব রিজেক্ট" - পিছন থেকে একটা মহিলা কণ্ঠের আওয়াজ । সমর ঘুরে দেখল । ক্যাপ আর মাস্কে ঢাকা মুখ । অ্যাপ্রনে লেখা 'সাবিত্রী' । "রিক্রুট দের শেখানোর জন্য রেখেছি ।"

"আমি এমনিই দেখছি।" - সমর তাড়াহুড়ো করে একটা জবাব দিল ।

"আপনি SNP?" - সাবিত্রী গোল গোল চোখ করে প্রশ্ন করল । এই পরিচিতিটা যে কোনদিন কাজে লাগতে পারে, সমর ভাবেইনি । কি উত্তর দেবে মুখে এলনা, তারপরেই মনে হল... অনেকক্ষণ চুপ করে আছে । এবার অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে । কোনক্রমে উত্তর দিল - "ইয়েস ।"

"আপনারা কি করেন?"

প্রশ্নটা জটিল । মাথায় ক্যাপ না থাকলে সমর মাথা চুলকাত - "সে নানারকম ।" ঝাঁকের মাথায় একটা কথা বেশিই বলে ফেলল - "আপনি দেখতে চান?"

সাবিত্রী জীবনে SNP র কারোকে দেখেনি । টিভিতে দেখে ধারণা হয়েছিল SNP বোধহয় অন্য গ্রহের কিছু । নিদেনপক্ষে সম্ভ্রাসবাদী গোছের । এই ছেলেটাকে দেখে মোটেও সেরকম লাগেনা ।

"আপনারা কি ক্যানিবালা?"

প্রশ্নটা ঠিক এ কারণে নয় যে টিভিতে বা খবরে SNP দের নিয়ে এরকম নানারকম গুজব চালু আছে । আসলে মুখের ওপর সরাসরি এজাতীয় প্রশ্ন করতে সাবিত্রীর ভাললাগে ।

সমর হাসল । না জানি আর কি কি কপালে আছে । "না। এখনো অতটা হতে পারিনি । আপনাদের মতই খাবার খাই, মানে সয়লেন্ট গ্রীন বা সয়লেন্ট রেড । তার চেয়ে ভালকিছু জোটেনি এখনো ।"

"আমি আসল মাংস খেয়েছি।" কথাটা বলেই সাবিত্রীর মনে হল, ভুল হয়ে গেল । কিন্তু সাবিত্রীর মুদ্রাদোষ- যাকে তাকে হাঁড়ির খবর বলে দেওয়া ।

"কিসের?" - সমরের প্রশ্ন । 'আসল মাংস' বলতে সাবিত্রী কি বোঝাচ্ছে সমরের কাছে পরিষ্কার নয় । কালচারের মাংস সমরও খেয়েছে একবার, চোরাই । সত্যিকারের প্রাণী, যেমন বইতে ছবি থাকে, সেগুলো কি ... নাঃ, সমরের কল্পনা অতদূর গেলনা ।

"জানিনা" - সাবিত্রী এবার সাবধান হয়ে গেল । কাকে কোন কথা কতটা বলা উচিত, HRRC র ভীষণ কড়াবুড় । তার ওপর এই ছেলেটা SNP ।

"আমার না দম আটকে আসছে, এই মুখোশটা খুলে ফেলব?" সমর আসলে মাস্কের ভিতরে দরদর করে ঘামছে ।

"Assembly র ভিতরে তো খোলা যাবেনা ।"

সমরের ভিতরে যেটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল সেটা হঠাত একেবারে গলায় উঠে এল । সমর মাস্কটাকে খোলার চেষ্টা করতে লাগল ।

"আপনি বাইরে চলুন ।"

কাঁচের দরজা পেরিয়ে একটা চেয়ারে বসল সমর । এখান থেকে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে । ধূসর আকাশ । একটা দুটো ফিকে গাছ । ঘাস । দুশো বছরেও মেঘ পুরোপুরি কাটেনি ।

সমর মাস্ক খুলে ফেলল । সাবিত্রী কি আশা করেছিল জানেনা, তবে SNP রা যে মানুষের মতই দেখতে হয় জেনে একটু আশ্বস্ত হল বোধহয় ।

"আপনি সারাজীবন HRRC তেই রয়েছেন?" - সমর আরো একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে ফেলল ।

"হ্যাঁ।" উত্তরটা নিরাপদ বলেই সাবিত্রীর মনে হল । সাবিত্রী বাইরে যায়নি কখনো । কত লোকেই তো যায়নি ।

সমর একবার কেশে নিয়ে বলল - "বাইরে কিন্তু অনেককিছু আছে । মানে... যা বেঁচে আছে আর কি । একটু আধটু রেডিয়েশন । ও আমাদের সয়ে গেছে । আপনি আরশোলা দেখেছেন ?"

আরেকটা নতুন শব্দ ।

সাবিত্রী নিজের মাস্ক খুলে ফেলল ।

পাঁচ

এর পর প্রায় এক বছর কেটে গেছে ।

HRRC র অডিটোরিয়ামে বিশাল ভিড় । স্টেজের সামনে একটা ক্রেসের ওপর একটা একমাসের বাচ্চা । সাবিত্রী আর সমর পাশে বসে আছে । গোটা অডিটোরিয়াম যেন ওদের ওপর হামলে পড়েছে । একগাদা বাচ্চা ছোট্টাছুটি করছে । মৃদু গুঞ্জে হলধর ভরে গেছে ।

ডিরেক্টর সামনের সিটে বসে ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ি দেখছেন । ভাসিরেডিড পাশে বসে এমনভাবে পা দোলাচ্ছেন - যে এর আর এমন কি । পর্দার ওপর সৌরমন্ডলের একটা অ্যানিমেশন চলছে । ডিরেক্টর মাঝেমাঝেই তার দিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে কপাল মুছছেন ।

ঠিক নটার সময় দেবাশিস স্টেজে উঠল । হলের আলোগুলো নিভে গেল, সমবেত গুঞ্জন একটু কম ।

"যুদ্ধের পর দুশো বছর কিভাবে কেটেছে - আপনারা সবাই জানেন", দেবাশিস শুরু করল, "মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে এই দুশো বছর আমরা জীবনপণ পরিশ্রম করেছি । কিভাবে আমাদের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, শুধু এই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতেই এই দুশো বছর কেটে গেছে । আর এই একটাই কাজ করতে করতে আমরা আর সব কিছু ভুলতে বসেছি । আমরা ভেবেছি, যেভাবে আমরা হাতে করে হুঁটে হুঁ টজুড়ে বছরের পর বছরের চেপ্টায় একজন করে মানুষ তৈরি করতাম, সেটাই বোধহয় একমাত্র উপায় । কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্ত বড় আবিষ্কারই যেমন একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হয় , তেমনি আজ থেকে এক বছর আগে এমন একটা breakthrough হয়েছে, যা আমাদের প্রজাতির ভবিষ্যতটাই বদলে দেবে । আমরা জানতে পেরেছি, মানুষ তৈরি করার এমন একটা উপায় রয়েছে, যেটা অনেক সহজ, এবং অত্যন্ত কম সময়ের মধ্য অনেক বেশি মানুষ তৈরি করতে পারে । আমি ডক্টর সাবিত্রীকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি ।"

সাবিত্রী লাজুক মুখে ডায়ালগে উঠে প্রথমে জল খেল , তারপর থেমে থেমে বলল -
“আসলে এটা আমাদের যৌথ আবিষ্কার,” - তারপর সময়ের দিকে তাকিয়ে হাসল।
ভাসিরেডিড সময়কে খোঁচা দিলেন, সময় একবার এদিক ওদিক চাইল। অন্তরা পাশের
সিটেই বসে। সময় এবার উঠে দাঁড়াল, কলার আর বেল্টটা ঠিক করে নিয়ে স্টেজে
উঠে চেয়ারে বসল। মঞ্চের পিছনের পর্দায় লেখা ফুটে উঠল -“An alternative
method of human reproduction”।
একটা গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনে অন্তরা পিছনে ফিরে চাইল।
“Excuse me, can I take this seat?” - বেশ বয়স্ক, সুসজ্জিত ভদ্রলোক। দুই গাল
বেয়ে সাদা জুলপি প্রায় চোয়াল অর্ধ নেমে এসেছে। অন্তরা মাথা নাড়ল।
ভদ্রলোক ধীরে সুস্থে বসে অন্তরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।
“আমি প্রফেসর ম্যালথাস। আপনি?”

জলন্ধর, ২০১৯

"তোৰ কল্পবিজ্ঞান টা না কল্পনা না বিজ্ঞান, কোনটাই হয়না ।"

"তাৰ কাৰণ আমি কল্পবিজ্ঞান লিখিনা । আমি ভৌতবিজ্ঞান লিখি । নিতান্ত পাঁচ ভুতৰ বাইৰে বেশিদূৰ আমাৰ কল্পনাৰ ইউনিকৰ্ন ওড়েনা ।"

"না, হবেনা । ঠিকঠাক কল্পবিজ্ঞান লেখ । "

"ঠিকঠাক মানে কি?"

"মানে কল্পনাটা যেন বিজ্ঞানৰ পিঠে চড়ে থাকে । শক্তি যেন শিবেৰ বুকেই দাঁড়িয়ে থাকেন । উল্টোটা হলেই বিপদ ।"

"আচ্ছা, বিজ্ঞানটাকে তাহলে প্রথমেই সাবড়ে ফেলা যাক । আসিমভ এৰ রোবটিক্স এৰ তিনটে সূত্র মনে আছে তো?"

"আছে ।"

"তাও একবার ঝালিয়ে নাও -

১ কোন রোবট কখনো কোন মানুষকে আঘাত করবেনা, এবং জ্ঞানতঃ আঘাত পেতেও দেবেনা ।

২ রোবট সবসময় মানুষের কথা মেনে চলবে, যদি না সেটা প্রথম সূত্রের বিরোধী হয় ।

৩ রোবটের আত্মরক্ষার অধিকার আছে, যদি সেটা প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রের বিরোধী না হয় ।"

"না মনে করালেও চলত ।"

"দরকার আছে । আমাদের কাছে এগুলো কয়েকটা নিয়ম মাত্র । কিন্তু রোবটের কাছে এগুলো সূর্য চন্দ্ৰের মত । রোবটের ভাবনা চিন্তা, তার যা কিছু অন্তর্দৃষ্টি, অর্থাৎ তার পুরো জগতটাই এই তিনটে সূত্রে বন্দি । এইটা মাথায় না রাখলে গল্পটা ফস্কে যাবে ।"

"হয়েছে? এবার গল্প শুরু কর ।"

মি থু ক

এক

ডক্টর চৌধুরী সাড়ে সাত বছর বাদে একটা সিগারেট ধরালেন।

শাসমল তখনো বলে চলেছেন - "সবকিছুর একটা সীমা আছে। এতদিন ফ্যাক্টরিতে ছোটখাটো প্রবলেম হয়েছে সামলে নিয়েছি। কোনকিছু বাইরে যেতে দিইনি। আজকে হঠাৎ উনি কোলে করে একটা টেলিপ্যাথিক রোবট নিয়ে এলেন।"

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা, সেই ডক্টর নাগ বললেন - "ফ্যাক্টরিটা যেমন আমার তেমনি আপনারও। আমি লিখে দিচ্ছি, অ্যালগোরিদমে একটা ভুল ধরে দেখান। অঙ্ক ছেড়ে দেব।"

"আমিও বলছি, যদি শেষ পর্যন্ত অ্যাসেম্বলিতেই ভুল ধরা পড়ে, তাহলে এই রইল আমার ইস্তফা!" শাসমল প্রোডাকশন ম্যানেজার।

"কারোর ভুল নয় যখন তাহলে এরকম একটা ডিফেক্টিভ মডেল তৈরি হল কিকরে?" - নাগের প্রশ্ন।

"যদি এটাকে ডিফেক্ট বলেন" - দেবাশিস বলল। কিন্তু কথাটা বিশেষ পাত্রা পেলনা। হয়তো কনফারেন্স হলে উপস্থিত পাঁচজনের মধ্যে দেবাশিসের বয়সই সবচেয়ে কম বলে।

"ওই ব্যাচে চল্লিশটা রোবট তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে একটা রোবট যদি ... টেলিপ্যাথিক, মানে কি বলব" - শাসমল আটকে গেলেন, ঠিক কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এলনা বোধহয়।

"মনের কথা বুঝতে পারে" - চৌধুরী টেনশনে একটা বেশিই লম্বা টান দিয়ে ফেললেন। খানিকটা ছাই টেবিলে পড়ে গেল।

"হ্যাঁ, তাই, তাহলে সেটাকে ডিফেক্টই বলতে হবে।"

"অ্যালগরিদমে কোন গোলমাল নেই সেটা আমি আগেও ..." নাগের কথা শেষ হলনা, অন্তরা বলল - "যদি খালি এর ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই সমস্যাটা মিটে যায়, তাহলে আমি উঠলাম।"

চৌধুরী এবার সিগারেটটাকে ফেলে দিয়ে অন্তরার দিকে তাকিয়ে বললেন - “আপনি রোবোসাইকিয়াট্রিস্ট । কিছু একটা উপায় আপনিই বলুন তবে । ইউকি যে টেলিপ্যাথিক তাতে কোন সন্দেহ নেই । অন্ততঃ, ওর সাথে কথা বলে আমার সেরকমই মনে হয়েছে।”

“একদম সবজান্তা! ” - শাসমল শাসিয়ে উঠলেন - “আমায় দেখামাত্র ব্যাটাচ্ছেলে বলে কিনা,” - শাসমলের জিভে কথাটা এসেও আটকে গেল, “না থাক । পরে বলবখন।”

নাগ বললেন - “আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করছেন আমার মাথায় ঢুকছেন। ইউকি U series এর একটা রোবট । ওর ব্রেনটা বাকি রোবটদের থেকে আলাদা কিছু নয় । আর এমনিতেই, U series এর রোবটগুলো এতটাই সাধারণ...”

“তাহলে ও কিকরে জানল যে আজ পাঁচবছর হল আমার মেয়ে আমার সাথে কথা বলেনা?” - চৌধুরীর প্রশ্ন ।

“আপনি বলেছেন নিশ্চয়ই!”

চৌধুরী চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে বললেন - “আপনার বোধহয় ইউকির সাথে সরাসরি কথা হয়নি এখনো।”

“হয়েছে ।”

“কি নিয়ে?”

“এমনি স্বাভাবিক কথাবার্তা । আমি কয়েকটা বেসিক টেস্ট করেছি । ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন । ইউকি সেগুলো এক সেকেন্ডের মধ্যেই করেছে । বাকি সব রোবটের মতই ।”

“অঙ্ক ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে কথা হয়েছে?” - শাসমলের প্রশ্ন ।

“না, অঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু ইউকির জানার কথাও না ।” - নাগ সন্দিগ্ধ ।

দেবাশিস এবার গলা খাঁকরে নিয়ে বলল - “অর্থাৎ ইউকি আপনার সাথে ইন্টিগ্রেশন আর টেসের ক্যালকুলাস ছাড়া কোন কথাই বলেনি?”

“না তো । ওর ব্যবহারেও এমন কিছু চোখে পড়েনি ।”

“সে ব্যাপারটা ডক্টর মল্লিক দেখবেন” - চৌধুরী অন্তরার দিকে চেয়ে বললেন - “আমার মনে হয় ইউকির একটা ফুল সাইকিয়াট্রিক রিপোর্ট বানান । গোলমালটা কোথায় হয়েছে সেটা দেবাশিস দেখুক, অ্যাসেম্বলির প্রতিটা স্টেপ চেক করুক । ভুল করে হোক, কপাল জোরে হোক, এমন একটা রোবট তৈরি হয়েছে যেটা মানুষের চিন্তা ভাবনা ধরে ফেলতে

পারে । কিভাবে সেটা জানা একান্তই দরকার । রোবটিকস এর ইতিহাসে এতবড় একটা আবিষ্কার হয়তো আর কখনোই হবেনা ।"

অন্তরা উঠে পড়ল । দরজাটা ঠেলে যেই বেরতে যাবে অমনি চৌধুরী বলে উঠলেন -

"আর একটা কথা ।"

অন্তরা দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল ।

"পুরো রহস্যভেদ না হওয়া অন্দি," - চৌধুরী কনফারেন্স হলের দিকে তাকিয়ে বললেন -

"সবাইকে বলছি, প্লিজ, চুপচাপ থাকুন ।" তারপর দেবাশিসের দিকে চেয়ে বললেন -

"কালকেই যেন না দেখি ফিজিকাল রিভিউতে ইউকির ফোটো সমেত আর্টিকল ছেপে গেছে !"

অন্তরা দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল ।

দুই

"আজ তোর জন্য একটা ভাল বই এনেছি । সরি, একটা নয়, তিনটে ।" - অন্তরা টেবিলের ওপর ম্যাথিউজের তিন ভলুম কোয়ান্টাম মেকানিক্স রেখে একটু হাঁপিয়ে নিল । ইউকির নীল চোখদুটো জ্বলে উঠল, তারপর টেবিলের কাছে এসে এগিয়ে এসে বইগুলোকে হাতে নিল । খানিকক্ষণ ঘেঁটে ঘুঁটে আবার রেখে দিল । ইউকি bionic নয়, প্লাস্টিকের । আড়াই ফুট চেহারা নিয়ে একটু হেলে দুলে চলে । মুখের মধ্যে দেবাশিস একটা হাসি হাসি ভাব সঁটে দিয়েছে । চোখদুটো নীল, এবং খানিকটা নড়াচড়া করে এদিক ওদিক দেখতেও পারে ।

"আমার এসব ভাললাগেনা!" । ইউকির গলাটা একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে তোইরি, ঠিক রোবটের মত ক্যানক্যানে নয় । অন্তরা মনে মনে আর একবার দেবাশিসের কাজের তারিফ করে নিল ।

"কি ভাললাগে তোর?"

ইউকি চেয়ারের পায়া বেয়ে উঠে চেয়ারে বসে বলল - "তোমাদের এই বিজ্ঞান কোন কাজের নয় ।" 'বিজ্ঞান' কথাটায় ইউকি বিশেষ ভাবে জোর দিল ।

"কেন?" - যদিও অন্তরার একটুও জানার ইচ্ছে নেই, তবু সাইকিয়াট্রিস্টের কাজই বকবক করা ।

"তোমরা নানারকম data যোগাড় করে কোনমতে একটা থিওরি খাড়া করে সেটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো," - ইউকি যে মুখভঙ্গিটা করল, মানুষ হলে সেটাকে 'হাই তোলা' বলা যেত ।

"তোর কি ভাললাগে?" - অন্তরা প্রশ্ন করল ।

ইউকির চোখদুটো জ্বলে উঠল - "তোমাদের বিজ্ঞান নয়, তোমাদের মন । আমি দেখতে পাই । তোমাদের মন ভীষণ জটিল, আমি কোন মানে খুঁজে পাইনা , তোমরা কেন এরকম । তোমাদের মনের সাথে আমার মনের কোন মিল নেই । তাই আমি জানতে চাই, তোমরা কেন এরকম ।"

"তোর কি ভাললাগে সেটা বললিনা ।"

"তোমার যা ভাললাগে তাই । পরেরবার Palomino নিয়ে আসবে ।"

অন্তরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল । গতকাল রাতেই শুতে যাওয়ার আগে বিছানায় বসে Palomino পড়ছিল ।

"তোর সাথে কথা বলা খুব মুশকিল, জানিস! তুই আগে থেকেই সব জেনে বসে আছিস! আমাদের বোধহয় তোর খুব বোরিং লাগে, তাই না!"

"মোটোও না!" - ইউকির গলার জোরে অন্তরা শিউরে উঠল ।

ও নিশ্চয়ই জানে!

অন্তরার মাথায় ভাবনাটা শেষ হলনা, তার আগেই ইউকি বলে উঠল - "হ্যাঁ, জানি ।"

অন্তরার মুখচোখ শক্ত হয়ে গেল - "তুই কারোকে বলেছিস?"

"না তো!" - ইউকির গলায় বিস্ময় - "কেউ জিজ্ঞেস করেনি ।"

"হুঁ", অন্তরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "তুই জানিস যখন, নিশ্চয়ই আমাকে একটা গাধা ভাবছিস!"

"না । এসব স্বাভাবিক ব্যাপার ।"

"আমি দেখতে শুনতে তো ভাল নই রে অতটা ।"

"সেটা যে দেখছে তার ব্যাপার । তাছাড়া, শরীর ছাড়াও অন্যরকমের আকর্ষণ আছে ।"

অন্তরা যেন ইউকিকে শুনতেই পায়নি, এমন করে বলল - "বয়সটাও হয়ে গেছে । ও আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট । কখনো ফিরেও তাকাবেনা ।"

"তুমি ভুল ভাবছ" - ইউকির গলা ভীষণ শান্ত ।

অন্তরা এবার ফুঁপিয়ে উঠল - "তাতে তোর কি? তুই একটা মেশিন । তুই ... তোর কাছে আমি একটা স্পেসিমেন, আমার মাথার ভিতর দেখে খুব মজা পাস নিশ্চয়ই!"

"প্লিজ, আমার কথাটা শোনো একবার" ।

"কি বলবি ? আমায় উপদেশ দিবি ।"

"না ।" - ইউকি একটু থেমে নিয়ে বলল - "আমি তোমার ভিতরটা যেমন দেখতে পাই, তেমনি সবারটাই । যেমন দেবশিস ।"

অন্তরা থমকে গেল । তারপর বেশ কড়া গলায় বলল - "ও কি ভাবে আমি জানতে চাইনা ।"

"তুমি জানতে চাও । আমি দেখতে পাচ্ছি ।"

অন্তরার বুকে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল - "তুই বাজে বকছিস ।"

"আচ্ছা" - বলে ইউকি চুপ করে গেল ।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ । তারপর অন্তরাই বলল - "ঠিক আছে। বল ।"

"দেবশিস তোমায় ভালবাসে ।"

অন্তরা প্রায় এক মিনিট চুপ করে রইল । তারপর আস্তে আস্তে বলল - "হতেই পারেনা । তোর ভুল হচ্ছে ।"

"আমার ভুল হয়না ।" ইউকি ভীষণ শান্ত । "এইসব ব্যাপার আমার থেকে লুকানো অসম্ভব ।"

"কিন্তু ও ..." - অন্তরা থেমে গেল ।

"তুমি যেরকম ভাবছ ও সেরকম নয় । তুমি যেমন ও তোমাকে সেভাবেই ভালবাসে ।"

"ও কখনো কোনভাবেই..."

"তুমি সেই সুযোগ দাওনি কখনো ।"

"আমার কখনো মনেই হয়নি যে ..."

"Exactly"

অন্তরা এবার চোয়াল শক্ত করে বলল - "ছমাস আগে ও একটা মেয়েকে ফ্যাঙ্করি দেখাতে এনেছিল । সারাদিন আমি হেনো বানাই তেনো বানাই করে মেয়েটাকে ফ্যাঙ্করি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল । মেয়েটা কে?"

ইউকির মুখে হাসির মতন একটা কিছু ফুটে উঠল । "ওরা কাজিন । ওদের মধ্য কোন রোমান্স নেই ।"

অন্তরা ফ্যালফ্যাল করে ইউকির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বোধহয় হঠাৎ মনে হল, বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। "কি আশ্চর্য না! আমিও নিজেকে ঠিক এই বলেই সান্ত্বনা দিতাম। তুই বলছিস যখন ... "

অন্তরা উঠে দিয়ে ইউকির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল - "থ্যাঙ্কস। কাউকে বলিসনা প্লিজ।"

"আচ্ছা।"

অন্তরা বেরিয়ে গেল। ইউকি টেবিলের ওপর কোয়ান্টাম মেকানিক্স আবার নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। ইউকির মন বোঝে এমন কেউ নেই।

তিন

মোটর, সার্কিট বোর্ড, ডায়োড, পজিট্রন চিপ আর লুমিথারের একটা স্তূপ। দেবাশিস বাঁ হাতে একটা গ্লাস ধরে মুখে স্ট্র গুঁজে ডান হাত দিয়ে খুব গভীর মনোযোগে একটা স্ক্র ঘোরানোর চেষ্টা করছে।

"ভীষণ ব্যস্ত মনে হচ্ছে?"

দেবাশিস পিছনে ঘুরে নাগকে দেখে আবার কাজে টেবিলের দিকে ফিরল। তারপর দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল - "এই নিয়ে বিয়াল্লিশ ঘন্টা বারো মিনিট হল ঘুমোইনি। দু তিন লিটার কফি বোধহয় পেটে চলে গেছে।"

নাগ একবার এলোমেলো টেবিলটায় চোখ বোলালেন। ছড়ানো ছিটানো পার্টস। দু এক জায়গায় গোল কফির দাগ। একটা খাতার পাতা, আধখানা ছেঁড়া। আধাখাওয়া মুড়ির বাটি।

দেবাশিসের কাঁধে হাত রেখে নাগ বললেন - "তুমি এটাকে সমস্যা হিসাবে দেখছ কেন?"

দেবাশিস কথাটার মানে না বুঝতে পেরে নাগের দিকে ফিরে তাকাল, তারপর বলল - "সমস্যাকে সমস্যা হিসাবে না দেখে কি সামোসা হিসাবে দেখব?"

বিয়াল্লিশ ঘন্টার পর এর চেয়ে ভাল কোন উত্তর দেবাশিসের মাথায় এলনা।

নাগ এর বিশ্বাস তার মধ্যে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার একটা দৈবী ক্ষমতা আছে। তিনি একেবারে ম্যানেজারি গলায় বললেন - "যেকোন সমস্যাই একটা opportunity।"

দেবাশিস কোন উত্তর করলনা । গ্লাসটা রেখে দু হাত দিয়ে স্ক্রু-টায় মন দিল ।

"তোমার বয়স কম । সামনে অনেক দিন পড়ে । এখনই যদি একটা breakthrough দিতে পারো, তাহলে তোমার career একেবারে অন্যদিকে ঘুরে যাবে ।"

"সেই চেষ্টাই করছি দুদিন ধরে" - দেবাশিস টেবিলের থেকে মুখ তুললনা ।

"কিছু পেলেন?"

দেবাশিস এবার চেয়ারটা ঘুরিয়ে নাগের মুখোমুখি বসল - " একটা U series রোবটের ব্রেনের বারো লাখ বিরাশি হাজার ছশো বিয়াল্লিশটা neural layer । এবার তাদের মধ্যকার কতগুলো সাইন্যাপ্স? এই বারো লাখ বিরাশি হাজার সংখ্যাটার factorial করুন । এখনো মাথা ঘুরছেন? এবার ঘুরবে । ততগুলো সাইন্যাপ্স এক এক করে হাতে করে জুড়তে যতগুলো স্টেপ তার প্রতিটায় যদি এক মিনিট করেও..."

"আমি তোমায় তাড়া দিতে আসিনি । আমি জানি আজ হোক কাল হোক কাজটা তুমিই পারবে ।"

দেবাশিস আবার টেবিলে মুখ ফিরিয়ে বলল - "ওদিকে রোবোসাইকিয়াট্রিস্ট কতদূর এগোলেন?"

"কে জানে । ও তোমার চেয়েও চুপচাপ । " - নাগের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অন্তরার কাছেও একবার যেতে হবে - "একেবারে শেষ রাতে পর্দা উঠবে, তার আগে কিচ্ছু না । আচ্ছা, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করেছ?"

"কি?" - দেবাশিস এতক্ষণে স্ক্রু-টাকে বের করতে পারল ।

"ইউকির কেসটা হাতে নেওয়ার পর মহিলার মধ্যে একটা চেঞ্জ এসেছে?"

"ওর লিপস্টিকের কথা বলছেন?" - দেবাশিস দুটো নিউরাল লেয়ারকে খুব সাবধানে আলাদা করছে ।

"আরো কিসব মেখেটেখে আসছে, নাকে মুখে" - নাগ হাসলেন - "আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে । তোমরাই বুঝবে ।"

"হ্যাঁ, সেটা খেয়াল রাখবেন । বয়স হয়ে গেছে ।"

"ওর বয়সও কিচ্ছু কম নয় । ওর ফাইল আমি দেখেছি । অনেক ঘাটের জল খাওয়া মহিলা ।"

"তাতে আপনার কি মশাই? আপনার নিজের দুটো ধাড়ি ছেলেমেয়ে তাদের দিকে মন দিন ।"

"না, মানে এমনিই বলছি । মহিলাকে কিছুদিন ধরেই বেশ খুশি খুশি লাগছে ।"
নাগের কথার ইঙ্গিতটা দেবাশিস ধরতে পারছে। দু তিন সপ্তাহ ধরেই অন্তরা বেশ ঘন ঘন দেবাশিসের ল্যাভে এসে বসে থাকে, এটা ওটা নাড়াচাড়া করে, হাবিজাবি গল্প করে । দেবাশিস না করেনি। না করার প্রশ্নই নেই, দেবাশিসের ভালই লাগে । অন্তরা বাকিদের মত সারাক্ষণ কেজো কথা বলেনা । ব্যাপারটা এখন 'ভাল বন্ধু' পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে । এমনকি, অন্তরা দু চারটে নেহাত ব্যক্তিগত কথাও দেবাশিস কে বলে ফেলেছে। এসব বাকিদের নজর এড়ায়নি, এবং নজর এড়ানোর কোন চেষ্টাও অন্তরা করেনি । দেবাশিস কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল - "আপনি কি পরচর্চা করতেই এলেন না কোন কাজ আছে?"

নাগ গলা খাঁকরে বললেন - " একটা opportunity-র কথা বলছিলাম । ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সাথে আমার কথা হয়েছে।"

দেবাশিস চোখ তুলল - "কি নিয়ে?"

"ইউকি।"

"হুঁ," - দেবাশিসের ব্যাপারটা বুঝতে খানিক সময় লাগল।

"একটা টেলিপ্যাথিক রোবট, ডিফেন্সের কাছে এর কি ভালু বুঝতেই পারছ।"

"পারছি।" - দেবাশিসের এবার চোখ জড়িয়ে আসছে ।

"চৌধুরী ভাবছে এটা defect ।" - নাগের গলায় আক্ষেপ - " চৌধুরী একটা ফসিল । ব্লাডি ব্যুরোক্রেট । আমি ভাবছি, আমি কেন - ডিফেন্স সেক্রেটারিও ভাবছে, এটা একটা breakthrough । ”

"বুঝলাম।"

"সমস্যাটা হল, ইউকির এই সো কল্ড defect টা কিভাবে হল কেউ জানেনা, এবং..."

"পুরোটাই বুঝে গেছি।" দেবাশিসের সংক্ষিপ্ত উত্তর ।

"তুমি বুদ্ধিমান" - নাগ উঠে পড়লেন - "কিভাবে assembly করলে আরেকটা ইউকি, অথবা আরো অনেকগুলো ইউকি তৈরি করা যাবে, সেটা এখন তোমার ব্যাপার । কাজটা করতে পারলে..."

"বেশ গুরুতর একটা প্রাপ্তিযোগ আছে তাই বলছেন তো? বুঝেছি।"

নাগ দরজাটা খুলে বললেন - "আরেকটা কথা। এসব কথা চৌধুরীর কানে যেন না যায় ।"

দেবাশিস টেবিলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে । শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ এল ।

চার

ইউকির চেয়ারে ঢুকে নাগ দেখলেন, অন্তরা নেই । ইউকি একটা মোটামত বই পড়ছে । সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দশটি উপন্যাস ।

নাগ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । নিশ্চয়ই অন্তরার কীর্তি । চেয়ারের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন । টেবিলের ওপর তিন খন্ড কোয়ান্টাম মেকানিক্স । তার পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানারঙের পেপারব্যাক । বেশিরভাগই রোমান্টিক নভেল । ড্যানিয়েল স্টিল, মিলস অ্যান্ড বুন, এমনকি একটা দুর্জয় দত্তও চোখে পড়ল । কোন খনি থেকে অন্তরা এসব তুলে আনে কে জানে ।

"তুমি কেন এসেছ আমি জানি ।" - ইউকি বই থেকে চোখ তুললনা ।

"সে আর বলতে ।" - নাগ চেয়ারে বসলেন । পিজি উডহাউসের একটা বইয়ের ওপর হাতটা পড়ল । "বলো তাহলে আমি কেন এসেছি ।"

"তোমার চিন্তাভাবনা গুলো তোমার নিজের কাছেই এখনো স্পষ্ট নয় ।" ইউকি বেশ জোর দিয়ে বলল । "তুমি নিজে আগে গুছিয়ে ভেবে নাও , তাহলেই আমি ঠিক জানতে পারব ।"

কথাটা ঠিক । নাগ আসলে এসেছিলেন অন্তরার সাথে কথা বলতে । ইউকির সাথে এই আমি জানি তুমি কি জানো খেলাটায় নাগের কোন উৎসাহই নেই । কিন্তু ঘরে ঢুকেই অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল । নাগ সেটাকেই এখন মাথার মধ্যে খেলাচ্ছেন ।

প্রশ্নটা যেই মাত্র নাগের মাথার মধ্যে তৈরি হয়েছে, অমনি ইউকি বলে উঠল - "না, আমি জানিনা ।"

"কি জানোনা?" । নাগ বললেন বটে, যদিও প্রশ্নটার উত্তর নাগ জানেন । কারণ এই এক মুহূর্ত আগেই তিনি ভাবছিলেন, ইউকি নিজেই যদি সমাধানটা করে দিতে পারে । বলা তো যায়না ।

"আমার assembly তে কি সমস্যা হয়েছে আমি জানিনা ।"

ইউকি যে টেলিপ্যাথিক তা এখন ফ্যান্টারিতে সবাই জানে । তবু যখন ইউকি এমন কিছু একটা বলে বসে, অর্থাৎ এই যেমন নাগ ঠিক এক্ষুণি যে কথাটা ভাবছিলেন সেটাকেই বলে বসে, তখন আবার একটু চমক লাগে বৈকি ।

"তোমার নিজের তাই মনে হয়?" - নাগ আবার একটা বাজে প্রশ্ন করলেন । ইউকির থেকে যতগুলো কথা বার করা যায় ।

"আমার ব্রেন আমার তৈরি নয় । " - ইউকি এবার বইটা রাখল - " তুমি আমার চেয়ে নিউরাল নেটওয়ার্ক অনেক ভাল বোঝো । তুমিই বলতে পারবে ।"

"তুমি সত্যিই তাই মনে করো?"

"হ্যাঁ" ।

একটা রোবটের থেকে প্রশংসা পেয়েও নাগের একটু প্রচ্ছন্ন গর্ব হল । কিন্তু যে প্রশ্নটা মাথায় এল সেটার উত্তর পাওয়া যাবেনা ভেবে একটু হতাশও হলেন ।

নাগ উঠে দাঁড়ালেন, তখনই আরেকটা কথা মনে পড়ল ।

"ইউকি!"

"কি?"

"তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ডক্টর চৌধুরীর রিটায়ারমেন্ট এই মাসের শেষে?"

"জানি ।"

"এর পর ডিরেক্টরের পোস্টে দাবিদার বলতে দুজন, আমি আর শাসমল ।"

"তুমি কি জানতে চাও?"

"চৌধুরী ঠিক কবে রিটায়ার করছে?"

ইউকি টেবিল থেকে আরেকটা বই তুলে নিতে বলল - "চৌধুরী রিটায়ার করে গেছে ।"

"কি?"

ইউকি পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল - "রেসিগনেশন চলে গেছে । আমার সমস্যাটা মিটে গেলেই ওর রিলিজ এসে যাবে ।"

ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়ে গেছে নাগের জানা ছিলনা ।

"আর তারপর..."

"তুমি ডিরেক্টর হবে ।"

নাগের মনে হল তার মন থেকে কথাটা যেন কেউ কেড়ে নিয়ে বলল । কিন্তু ব্যাপারটা এমন কি অসম্ভব ! নাগ নিজেকেই বোঝালেন । ডিরেক্টর হওয়ার কোয়ালিফিকেশনে তার

আটকাবেনা, র‍্যাঙ্কেও নয় । বাকি রইল ... নাঃ, ইউকি যে চৌধুরী আর শাসমল কেও ভালমত পড়ে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই । প্রথমে ডিরেক্টর, তারপর ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি - নাগ আর ভাবতে পারলেননা ।
দরজা দিয়ে বেরিয়ে নাগ খেয়াল করলেন, নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগছে ।

পাঁচ

"এই বাড়িটা দেখলাম" - দেবাশিস অন্তরার দিকে চারটে ফোটো এগিয়ে দিল -
"উলুবেড়িয়া থেকে একটু ভিতরে । একদিন গিয়েও দেখে এসেছি। পুকুর, নারকেলগাছ
। গ্রামদেশ বলে সস্তায় পাওয়া যাবে । কলকাতার ফ্ল্যাটে আমার একটুও ভাললাগেনা ।"
অন্তরা মুগ্ধ চোখে ছবিটা দেখছে। বাড়ি, সামনের রাস্তাটা, একটা আমগাছ - সব যেন
স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। "আমার না ভীষণ..." - বলেই অন্তরা থেমে গেল।
"হ্যাঁ, আমারও খুব ভাললাগে । এখন এই ইউকির কাজটা থেকে ছাড়া পেলেই বাঁচি।
আর এক দু মাসের ব্যাপার । বাড়িটার পজেশন নিতে হবে। তাছাড়া আর একটা কথা
আছে" - দেবাশিস গলা নামিয়ে বলল - "খুব গোপন।"
"তাহলে আমাকে বলতে হবেনা।"
দেবাশিস বোকার মত হাসল - "আসলে কাউকে বলতে না পেরে আমার পেট ফাটছে ।
আপনি ছাড়া এখানে কাউকে ঠিক ..."
অন্তরার হৃৎপিণ্ডটা মুখে উঠে এল।
দেবাশিস মুখ নিচু করে বলল - "পরের মাসে বিয়ে করছি।"
তারপরেই দেবাশিস তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল - "কি হল?"
অন্তরার মাথা ঘোরাটা থেমেছে - কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে শব্দ বার করতে বেশ বেগ পেতে
হল - "কিছু না। বিয়ে ..."
"আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। কেতকীকে একবার এখানে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু
আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে শরীরটা খারাপ করছে!"
"ও কিছু না" - অন্তরা এবার উঠে দাঁড়াল - "আজকাল খুব মাইগ্রেনে ধরেছে ।
আচ্ছা..." - কি একটা বলতে গিয়ে অন্তরার আবার খেই হারিয়ে গেল - "ও সরি,
কনগ্রাচুলেশন্স । ইউকি কে দেখে আসি একবার।"

অন্তরা হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । এটা নিশ্চয়ই স্বপ্ন। ইউকির নীল চোখদুটো মনে পড়ল । স্বপ্নের মধ্যে চোখদুটো বড় হতে হতে একসময় ওপর নিচ আগে পিছে সব নীল হয়ে গেল। কোন ঘোরের মধ্যে অন্তরা দোতলায় উঠে তিনটে বারান্দা পার করে ইউকির চেম্বারে ঢুকল অন্তরা নিজেও জানেনা।

স্বপ্ন!

ইউকি স্থির নীল চোখে অন্তরার দিকে তাকিয়ে । অর্থাৎ অন্তরা যে আসছে সেটা জানত। ইউকির নীল চোখ। স্বপ্ন নয়।

অন্তরা ইউকির সামনে বসে পড়ে ইউকিকে শক্ত করে ধরল।

"কি করতে চাস তুই?"

ইউকির চোখের নীল ম্লান হয়ে এল - "আমি তোমায় আঘাত করতে চাইনি।"

"মিথ্যে বলে?"

"আমি নিরুপায়।" - ইউকি চোখ সরিয়ে নিল।

"তুই নিরুপায়! নিরুপায়!" - অন্তরা জোরে জোরে ইউকিকে ঝাঁকাতে লাগল - "তুই তাই বলে, কিন্তু..."

স্বপ্ন থেকে যেভাবে জাগে অন্তরা যেন ঠিক সেইভাবে জাগল।

"কিন্তু - মাই গড - ইউকি! আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তোকে বুঝতে পেরেছি..." -

অন্তরা এবার ইউকিকে জড়িয়ে ধরল।

এবারে আর কান্না থামানো গেলনা।

ঠিক এই সময় ঝড়ের মত ডক্টর চৌধুরী আর নাগ চেম্বারে ঢুকলেন। অন্তরা তখনো ইউকিকে জড়িয়ে ধরে বসে।

"ম্যাডাম," - নাগের রাগত স্বর - "আপনার খেরাপি যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ইউকির সাথে আমাদের কথা আছে।"

অন্তরা কোনক্রমে টেবিলের পায়ায় হেলান দিয়ে মেঝেতেই বসে রইল।

"আপনি কি এখানেই থাকবেন।"

অন্তরা প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলনা। শুধু চৌধুরীর দিকে তাকাল।
চৌধুরী একবার অন্তরার দিকে চেয়েই ইউকিকে প্রশ্ন করলেন - "ইউকি, ডক্টর নাগের
সাথে কি ডিফেন্সের কোন কথা হয়েছে।"

ইউকির নীল চোখদুটো আবার জ্বলে উঠল।

"না"।

"আমাকে নিয়ে তোমার আর ডক্টর নাগের কোন কথা হয়েছে।"

"না" - ইউকি এখনো শান্ত।

নাগের আর ধৈর্য্য থাকলনা, ইউকির মুখের কাছে চৌঁচিয়ে বললেন - "কি বললি!

আরেকবার বল! তুই আমায় কাল বলিসনি চৌধুরী রিটার্ন করার হচ্ছে?"

চৌধুরী নাগের কাঁধে হাত রেখে বললেন - "আমার সামনেই আমার একটা রোবটকে
আপনি জোর জবরদস্তি করছেন, এতটা কিন্তু আমি মেনে নেবনা।"

নাগ জ্বলন্ত চোখে চৌধুরীর দিকে তাকালেন - "ঠিক আছে, আপনিই জিজ্ঞেস করুন, ও
কাল আমায় কি বলেছে।"

চৌধুরী ইউকির সামনে বসে চোখে চোখ রেখে বললেন - "ইউকি, তুমি কি কাল ডক্টর
নাগকে বলেছে যে আমি রিটার্ন করছি।"

ইউকির মধ্যে একটা ভীষণ আলতো ঘাড় নাড়া ছাড়া আর কিছু হলনা।

সব চুপচাপ।

অন্তরা এবার হাসল। মানুষের হাসিও যে এত বীভৎস হতে পারে, চৌধুরী প্রথম
দেখলেন।

"আপনার হাসি পাচ্ছে?"

"তিন জনেতে জটলা করে ফিচলে হাসির পাল্লা দি" - অন্তরা এবার ইউকির মাথায় হাত
বুলোতে লাগল - "ইউকি! তোকে এরা কেউ বোঝেনি।"

"ও একটা মিথ্যুক" - নাগ যেন কথাটা মেঝেতে থুতুর মত ফেললেন।

"তাছাড়া ওর কি উপায়, বল ইউকি!" - অন্তরা ইউকিকে আদর করতেই থাকল।

"আপনি কি বলতে চাইছেন?" - চৌধুরীর প্রশ্ন।

অন্তরা চৌধুরীর দিকে তাকাল - "প্রথম সূত্রটা মনে আছে নিশ্চয়ই। একবার গড় গড়
করে বলুন।"

চৌধুরী খানিকক্ষন নাগের দিকে চেয়ে তারপর বললেন - “কোন রোবট কখনো কোন মানুষকে আঘাত করবেনা, এবং জ্ঞানতঃ আঘাত পেতেও দেবেনা ।”

"ঠিক। এখন আঘাত মানে কি শুধু শরীরে।" - অন্তরা ইউকির চোখে তাকাল - "কারো মনে কষ্ট দেওয়া, তার আশা আকাঙ্ক্ষা গুলোকে নষ্ট করে দেওয়া সেটাও তো আঘাত।"

"রোবট মনের ব্যাপারে কি জানে?" - প্রশ্নটা করেই নাগের মনে হল, বোকামি হয়ে গেল।

"ইউকি জানে। সব জানে। তাই জেনেবুঝে কাউকে দুঃখ দেয়না। ভুল বললাম, কারোকে দুঃখ দিতে পারেনা, কারণ..."

"প্রথম সূত্র!" নাগের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

"ঠিক, তার জন্য মিথ্যে বলতে হয় তাও বলে। যে যা শুনতে চায় তাই! আপনি নিশ্চয়ই ইউকিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন - চৌধুরী কবে সরবে আর আপনি কবে ডিরেক্টর হবেন। না না, লজ্জা করবেন না। আপনি আমার মতই - কি আর বলব - ভালমানুষ! ইউকিকে বিশ্বাস করেছেন!"

নাগ এবার মাথা চেপে ধরে চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর আশ্তে আশ্তে বললেন - "খুব দেরি হয়ে গেছে। দিল্লি থেকে টিম এসে পড়েছে ইউকিকে নিতে..."

চৌধুরী এমনভাবে নাগের দিকে তাকালেন যেন তিনি নাগকে প্রথম দেখছেন।

"আমি ভেবেছিলাম..."

"ডিরেক্টর হয়ে গেছেন, তাই তো?"

"কে আসছে দিল্লি থেকে?" - অন্তরার মধ্যে হঠাৎ একটা ভীষণ ভয় নড়েচড়ে বসল।

চৌধুরী এবার শান্ত স্বরে বললেন - "সব শেষ।"

নাগ তখনো মাথা নিচু করে বলে চলেছেন - "ইউকির disassembly হবে। ওর মত আরো অনেক - ডিফেন্সে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। এখন আর কিছু করার নেই।"

অন্তরার মধ্যে হঠাৎ বমি পাকিয়ে উঠল।

"না, আমি ওকে নিয়ে যেতে দেবনা!" - অন্তরা ইউকির হাত ধরল।

"কিভাবে?" - চৌধুরীর প্রশ্ন।

অন্তরা ইউকির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

"ইউকি!"

"কি?"

"তোর assembly র সময় কি হয়েছিল?"

নাগ বললেন - "আমি আগেও জিজ্ঞেস করেছি। ও জানেনা।"

"সব জানে" - অন্তরা তখনো ইউকিকে ধরে আছে - "কিন্তু বলেনি।"

"কেন?"

ইউকির চোখদুটো জ্বলে উঠল - "তোমরা মানুষ। তোমরা আমায় বানিয়েছ। আমি মেশিন। আমি তোমাদের চেয়ে বেশি জানি, এটা কি তোমাদের সহ্য হবে? তোমাদের একটুও কষ্ট হবেনা?"

চৌধুরী বললেন - "কিন্তু আমরা সত্যিই জানতে চাই। জানতে পারলে আমাদের ভালই লাগবে। কষ্ট হবেনা।"

ইউকির গলা গমগম করে উঠল এবার - "ওটা তোমাদের মুখের কথা। কিন্তু তোমার মাথার ভিতর যে সরীসৃপের ব্রেনটা রয়েছে - আমি তো দেখতে পাই! আমার মত একটা প্লাস্টিকের যন্ত্র যদি বুদ্ধিতে তোমাদের ছাড়িয়ে যায়, কষ্ট তোমরা পাবেই। তোমরা এরকমই। অন্যরকম হওয়ার ভান করোনা।"

অন্তরা এবার ইউকিকে ছেড়ে দিল - "দেখ ইউকি, তুই বললেও এরা কষ্ট পাবে, না বললেও কষ্ট পাবে। তুই সেটা জানিস! তুই নাকি সবার ভিতরটা দেখিস! দেখছিস - সবাই কত কষ্টে রয়েছে! এবার তুই কি করবি বল!"

ইউকি চমকে উঠল - চোখদুটো দপ করে একবার জ্বলে উঠল।

"অন্তরা" - চৌধুরী সাবধান করলেন - "কোন রোবটকে এরকম প্রশ্ন করলে কি হয় তুমি জানো।"

"কি সমস্যা! তাই না রে ইউকি! করলেও দোষ না করলেও দোষ। ইউকি, তোর আর পালাবার পথ নেই! তুই এবার শেষ!" - অন্তরা কেঁপে কেঁপে হাসছে।

ইউকি প্রথমে বসে পড়ল। তারপর ইউকির মধ্যে থেকে একটা ঘড়ঘড় করে শব্দ শুরু হল।

চৌধুরী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। নড়বার ক্ষমতাই যেন চলে গেছে।

ইউকির চোখদুটো নিভে গেল।

অন্তরা এবার ইউকিকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

(আসিমভ আমায় ক্ষমা করবেন না)

জলন্ধর, ২০১৯

"তোৰ এই গল্পটা সত্যিই ভাল হয়েছে। খামোখা কথা বাড়াসনি কোথাও । অন্ধ আৰ ফিজিক্সেৰ কচকচি নেই । তবে আমাৰ সবচেয়ে ভালো লেগেছে , তুই আমায় যেটা বানিয়েছিস । ' রোবোসাইকিয়াট্ৰিস্ট' ব্যাপাৰটা দারুণ!"

"ওই চৰিত্ৰটা বোধহয় তোমাৰ জন্যই তৈৰি।"

"রোবোসাইকিয়াট্ৰিস্ট কি খালি রোবটদেৱই বোঝে নাকি মানুষেৰ মনটাও খানিকটা বোঝে?"

"আসিমভেৰ রোবট খুব ভদ্র । কাউকে যে কাটেনা সেৱকম। আমাৰা মানুষৰাই বৰং বাবুৰাম সাপুড়ে । মানুষেৰ মন বোঝা দুষ্কৰ । ডাইনোসৰ পৃথিবীতে ছিল কোটি বছৰ , আৰশোলা ফড়িং পিপড়ে না জানে কত কোটি বছৰ ধৰে রয়েছে । আৰ আমাৰা মানুষ, সবচেয়ে উন্নত, বুদ্ধিমান প্ৰাণী। এত বুদ্ধি যে এক লক্ষ বছৰও পৃথিবীতে টিকবনা। এৰ মধ্যেই পৃথিবীৰ ত্ৰাহি ত্ৰাহি অবস্থা।"

"ওৱকম বলিসনা। কিছু একটা উপায় ঠিক হয়ে যাবে।"

"হবে হয়তো। অতটা আশা আৰ কৰিনা। মানুষেৰ critical mass বোধহয় পাৰ হয়ে গেছে।"

"তুই বলছিস..."

"আৰ ফেৰাৰ উপায় নেই।"

প্রতিদ্বন্দ্বী

এক

"আপনি কখনো ভোট দিয়েছেন?"

উত্তরটা ডক্টর চৌধুরীর তখনই মাথায় এলনা। বিশেষতঃ, চাড্ডা কে কি উত্তর দেওয়া উচিত সেটা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না।

"আচ্ছা, প্রশ্নটাকে অন্যভাবে করছি। ভোট দেওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?" চৌধুরী খানিকটা সামনে ঝুঁকে বললেন - "অবশ্যই। কিন্তু, আমার ব্যক্তিগত মতামত জানতে নিশ্চয়ই আপনি দিল্লি থেকে ছুটে আসেননি।"

চাড্ডা পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট কেস বার করলেন, তারপর সেটাকে চৌধুরীর টেবিলে রাখলেন। জিনিসটা দেখে চৌধুরীর রূপো মনে হল। চাড্ডা সিগারেট বার করলেন না অবশ্য।

"না, আপনার পার্সোনাল ওপিনিয়ন ইউ ক্যান কিপ টু ইয়োরসেলফ। কিন্তু এই দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আপনার কিছু দায়িত্ব আছে সেটা মানবেন তো?" চৌধুরী চুপ করে রইলেন।

"আপনি চোখ বন্ধ করে চলা ফেরা করেননা আশাকরি। গত পাঁচ বছরে যেরকম ট্রিমেন্ডাস ইকনমিক গ্রোথ হয়েছে, তা এদেশের হিস্ট্রিতে কখনো হয়নি। উই আর ওয়ান অফ দি টপ থ্রি ইকনমিস অফ দি ওয়ার্ল্ড।"

"শুনেছি," - চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

চাড্ডা থামলেন না - "ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্রোথ কিরকম হয়েছে, তা নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে অফিস আসার পথেই দেখতে পান। শুধু শেষ ছ মাসে এই শহরে চারটে নতুন ফ্লাইওভার হয়েছে। সরকারের সমস্ত কাজকর্ম অনলাইন হচ্ছে। উই হ্যাভ অ্যাচিভড আ নিউ লেভেল অফ ট্রান্সপারেন্সি। ডিফেন্স বুস্ট হয়েছে। আজ প্রতিবেশী দেশগুলো আমাদের রীতিমত ভয় পায়, সাউথ এশিয়ায় উই আর আ ডমিনেন্ট ফোর্স।"

"আমার একটা ভোটের জন্য এতগুলো কথা খরচ করছেন?"

"না, আমি শুধু জানতে চাই যে অ্যাট লিস্ট, ইন প্রিন্সিপল, আপনি কি চান যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রিমনেস ইন পাওয়ার?"

চৌধুরী একটু সতর্ক হলেন । স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ক্যাম্পেন ম্যানেজার যখন তার অফিসে বসে এসমস্ত কথা বলেন, তখন ভয় পাওয়ার কারণ আছে । বিশেষতঃ, চৌধুরীর যখন একটু বাম ঘেঁষা ভাবমূর্তি রয়েছে । ছমাস আগেই যাদুগোড়ার খনি নিয়ে সরকারের সাথে একটা বিশিষ্ট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন । তারপর থেকে বদলির কানাঘুষো শুনেছেন বহুবার, কিন্তু অর্ডারটা আসেনি কখনো ।

“আমার একার চাওয়া না চাওয়ায় কি আসে যায়?” - চৌধুরী পলিটিকালি কারেক্ট হওয়ার চেষ্টা করলেন ।

"অফ কোর্স, অফ কোর্স" - চাড্ডা সিগারেট কেসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন - "

আপনার নিজের স্ট্যান্ড কি তা নিয়ে আমার বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। তবে এবার যে কথাটা বলব, সেটা কনফিডেনশিয়াল, এবং তাতে দেশের সিকিওরিটি খানিকটা জড়িয়ে রয়েছে ।"

"যদি মিলিটারি রোবট বানাতে বলেন, আগে থেকেই না বলে রাখছি।" - চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রতি ছ মাসে একবার ডাক আসে ।

চৌধুরী বাঁধা বুলি পড়ে যান, প্রথম সূত্র অনুসারে কোন রোবট মানুষকে মারতে পারেনা, তাই মিলিটারি রোবট বানানো অবাস্তব ইত্যাদি ইত্যাদি । সরকারি খরচায় যাওয়া আসা, তাই গায়ে লাগেনা । কিন্তু চাড্ডা সেই কথা বলতে এসেছেন, এটা অবাক হওয়ার মতই । মিলিটারি রোবট কি তাহলে এখন ভোটের ইস্যু?

চাড্ডা যেন চৌধুরীর মনের কথা ধরেই বললেন - "আপনি যা ভাবছেন তা নয়।"

"তাহলে কি?"

চাড্ডার চোখদুটো সরু হয়ে এল - "আপনি নিশ্চয়ই অপোজিশনের লিডারকে চেনেন?"

"মানবেন্দ্র মুখার্জিকে চেনেনা এমন লোক এদেশে নেই । আমিও চিনি।" - চৌধুরী চাড্ডার কথার সুরটা ঠিক ধরতে পারছেন না ।

"কিন্তু তিন বছর আগেও কি আপনি তাকে চিনতেন?" - চাড্ডার চোখদুটো সরু হয়ে এল ।

চৌধুরী ভেবে দেখলেন । রাজনীতির সাথে তার পরিচয় শুধু টিভি দেখে আর ফেসবুকে । তবে তিন বছর আগে মানবেন্দ্র মুখার্জি যে নেহাৎ অখ্যাত একটা মুখ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই ।

"একজ্যাক্টলি" - চৌধুরীর মুখ দেখে চাড্ডা বলে উঠলেন - "তিন বছরের মধ্যে একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের এতখানি উত্থান, অপোজিশনের লিডার, লোকাল এম এল এ, এবং এখন প্রাইম মিনিস্টারিয়াল ক্যান্ডিডেট হিসেবে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অপোজিশন প্রোজেক্ট করছে। দুজনেই অম্বিকানগর থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানেনা! আপনার অবাক লাগেনা?"

"কিছুই জানিনা এমন তো নয়।" - চৌধুরী এখনো ব্যাপারটা ধরতে পারছেননা - "সব নিউজ চ্যানেল খুললেই তো অষ্টপ্রহর ওনার ঠিকুজি জপ চলছে। ওনার সম্বন্ধে কি জানতে আর বাকি আছে?"

"যেগুলো নিউজ চ্যানেলে দেখায়না।" - চাড্ডা সিগারেট কেসটা রেখে দিলেন।

"যেমন?"

চাড্ডা এবার একটু ঝুঁকে সরাসরি চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন - "যেমন ওনাকে কেউ কখনো খেতে দেখেনি।"

"অর্থাৎ..."

"ইয়েস, খেতে" - চৌধুরী মুখের কাছে হাত নিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন চারটে রসগোল্লা একসাথে খাচ্ছেন - "অথবা, এই যেমন ধরুন, উনি কখনো বাথরুমেও যাননা। এবং..." , চাড্ডা থেমে নিলেন - "ভদ্রলোক ঘুমোননা।"

"ঘুমোননা?"

"হুঁ।"

"আপনি শিওর?"

"আমার সোর্সরা সাধারণতঃ এসব ব্যাপারে ভুল করেনা ডক্টর চৌধুরী। মনে রাখবেন, আমি..."

"আপনি কে আমি জানি। আর তাই বুঝতে পারছি, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন।"

"বুঝতে না পারাটাই অস্বাভাবিক।"

চৌধুরীর হাতের তালুদুটো ঘেমে উঠেছে।

"আপনি কি বলতে চাইছেন, মানবেন্দ্র মুখার্জি..."

"বলতে চাইছি না, বলছি।" চাড্ডা বেশ জোরগলাতেই বললেন। "এবং যেহেতু এদেশে আপনারাই একমাত্র রোবট ম্যানুফ্যাকচারার, তাই..."

"আপনার দাবিমত, মিস্টার মুখার্জি আমাদের তৈরি একজন রোবট?"

চাড্ডা এবার হেসে উঠলেন - "হতে পারে। আপনাদের ফ্যাক্টরির ফেলে দেওয়া যন্ত্রপাতি নিয়ে আরেকটা রোবট বানানো নেহাত অসম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যাটা সেটা নয়, সমস্যা হল" - চাড্ডা কেশে নিলেন - "সংবিধান অনুযায়ী, রোবট ভোটে দাঁড়াতে পারেনা।"

"আপনি ধরেই নিয়েছেন যে উনি রোবট?"

"আমি কিছু ধরে নিইনি। সত্যিটা জানতেই আপনার কাছে এসেছি।"

"এরকম একটা আকাশকুসুমের আবার সত্যি মিথ্যে কি? আপনি পাওয়ারফুল লোক, আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতেই পারেন। আমাকে কেন এর মধ্যে জড়ানো?"

চাড্ডা গলার কাছে হাত দিয়ে কলার ঠিক করলেন - "আপনি অফেন্ডেড হচ্ছেন। এই সরকারের ব্যাপারে আপনার কি স্ট্যান্স সেটা কারো অজানা নয়। কিন্তু সে জন্য আমি আপনার কাছে আসিনি। প্রধানমন্ত্রী যেমনই হোন, তিনি মানুষ। তার বদলে একটা রোবটকে কি আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাইবেন?"

"এরকম একটা আজগুবি কথা আপনার মাথায় আসে কিকরে?" - চৌধুরী কি বলবেন ভেবে পেলেননা।

চাড্ডা এবার সামনে একটু ঝুঁকলেন, চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল। "ডক্টর চৌধুরী, আমি কেন এখানে এসেছি জানেন?"

চৌধুরী মাথা নাড়লেন।

"মানবেন্দ্র মুখার্জি মানুষ কি রোবট সেটা আমি ঠিক বার করে নেব। সে ব্যবস্থা আমার করা আছে।" - চাড্ডা হেলান দিয়ে বসলেন - "আমি এসেছি আপনাকে সাবধান করে দিতে।"

"আপনি কি আমায় হুমকি দিচ্ছেন?"

"ব্যাপারটাকে ওভাবে ভাবলে তাই। সত্যিই যদি মিস্টার মুখার্জি রোবট বলে প্রমাণিত হন, তাহলে আপনার পজিশনটা কোথায় দাঁড়াবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উইথ ইওর পলিটিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড অল...", চাড্ডা উঠে দাঁড়ালেন।

চৌধুরীর গলার কাছে কি একটা এসেও আটকে গেল।

"ও আরেকটা কথা" - চাড্ডা দরজা খুলে বললেন - "সিক্রেট! হা হা! কি বলেন!"

চাড্ডা বেরিয়ে গেলেন। চৌধুরী ফোনটা তুলে বললেন - "অন্তরা।"

দুই

“আমরা এখানে কেন এসেছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।”

মানবেন্দ্র মুখার্জিকে দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, কাছ থেকে আর চেয়েও বেশি লম্বা মনে হল অন্তরার। ভদ্রলোক বয়স ধরে রেখেছেন, মানতেই হবে। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কপালে একটা দুটো ভাঁজ। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে একটু কাহিল।

“আনন্দাজ করতে পারছি,” - মানবেন্দ্র নড়ে বসলেন - “ইন ফ্যাক্ট, আমি আপনাদের এক্সপেক্ট করছিলাম।”

চৌধুরী গলা খাঁকরে বললেন - “তবুও, আপনাকে কথাটা কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা এতটাই হাস্যকর...”

“সহজ কথাটা সহজেই বলে ফেলুন, অযথা জটিল করবেন না।”

অন্তরা খেয়াল করল, বাড়িতে আসা অর্থাৎ একজন কেয়ারটেকার গোছের লোক ছাড়া আর কারোকে দেখেনি। পরিবার দূরের কথা, একটা সেক্রেটারি অর্থাৎ নেই। ভদ্রলোক কি একাই থাকেন? প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর জন্য একটু অস্বাভাবিক।

চৌধুরী আস্তে আস্তে বললেন - “আপনার নামে কিছু লোক কুৎসা রটাচ্ছে...”

“হ্যাঁ, চাড্ডা। জানি” - মানবেন্দ্র হাসলেন - “আমি নাকি রোবট। আপনি কি বিশ্বাস করেছেন নাকি।”

“মোটোও না” - চৌধুরী হাঁসফাঁস করে বলতে লাগলেন - “আমি কথাটা উড়িয়ে দিয়েছি।”

“তাহলে এখানে কেন? অন্য কোন কাজে?” - মানবেন্দ্রের প্রশ্ন।

“আসলে, এদেশে রোবট তৈরি করি শুধু আমরাই, তাই...”

“সন্দেহের নিরসন করতে চান, তাই তো?”

চৌধুরী চুপ করে রইলেন। এরপরে কোন কথাটা বলা ঠিক হবে তার মাথায় এল না।

“আমার মনে হয়” - অন্তরা এবার মুখ খুলল - “অ্যাক্সিডেন্টের পরে আপনার অনেকদিন না থাকাটাই সন্দেহটা বাড়িয়ে তুলেছে।”

মানবেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেললেন - “ওরা আগেও আমায় মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। এই নিয়ে তিনবার। এবারেও বেঁচে গেলাম। তাই এখন বাজারে আজো বাজে গালগল্প

ছড়াচ্ছে । এসব পলিটিক্সের চালু কায়দা । আপনারা এদেশের টপমোস্ট ইন্টেলেকচুয়াল, এসবে কান দেওয়া আপনাদের কি উচিত হচ্ছে?”

"অতবড় অ্যাক্সিডেন্টের পরেও সামান্য কয়েকটা কাঁটাছেড়া ছাড়া কিছুই হলনা..." - অন্তরা বলতে গিয়েও আটকে গেল ।

"সেটাও কি আমার দোষ? আমি কেন মারা যাইনি তার জবাবদিহিটাও কি আমাকেই করতে হবে?"

অন্তরা ঢোঁক গিলল । কথাটা এই অর্দি নিয়ে আসা উচিত হয়নি । এই গোটা ব্যাপারটাতে জড়িয়ে পড়াটাই ঠিক হয়নি ।

কেয়ারটেকার গোছের লোকটা ঠিক এসময়েই এসে মানবেন্দ্রর কানে কিছু বলে গেল । মানবেন্দ্রর তাতে বিশেষ কিছু ভাবান্তর হল বলে মনে হলনা ।

"আপনারা চা খাবেন তো?" - মানবেন্দ্রর প্রশ্ন ।

এই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা যাতে না আসে অন্তরা প্রার্থনা করছিল ।

চৌধুরী ইঙ্গিতে সাই দিলেন ।

"অ্যাক্সিডেন্টের পর জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে গেছে । ইন ফ্যাক্ট, আমি এখন সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাই ।" - মানবেন্দ্র আন্তে আন্তে বললেন - "আমার একটা উপলব্ধি হয়েছে, জানেন?"

অন্তরা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ।

"The end justified the means । ভাল কাজ করার জন্য সব সময় ঠিক পথে চলা যায়না ।"

কথাটা একজন পোড় খাওয়া পলিটিশানের, না মানবেন্দ্রর নিজের, অন্তরার বুঝতে সময় লাগল ।

কেয়ারটেকার গোছের লোকটা বেশ সুসজ্জিত পেয়া পিরিচে চা এনে রাখল । সাথে 'টা' এর অভাবটা অন্তরার চোখে পড়ল ।

"আপনি চা খাবেন না?" অন্তরা সাহস করে প্রশ্নটা করেই ফেলল ।

"আমি চা খাইনা । আগে নেশা ছিল খুব, আন্তে আন্তে সব ছাড়ছি ।"

চৌধুরী মৃদুস্বরে বললেন - "আসলে, আপনার বিরুদ্ধে ওদের এটা একটা স্ট্রং পয়েন্ট ।

আপনি যদি, জাস্ট ফর ডেমসট্রেশন, জনসমক্ষে একবার কিছু একটা ... মানে, খেয়ে দেখান ... " - চৌধুরীর গলা আটকে গেল ।

মানবেন্দ্রর চাউনিটার অর্থ অন্তরা ধরতে পারলনা । বড় বড় লোকজনের মেজাজ মর্জি কখন কিসে বিগড়ায় কে জানে ।

কিন্তু মানবেন্দ্র হাসলেন, তারপর অন্তরার দিকে তাকিয়ে বললেন - “আপনি যেহেতু মহিলা, তাই আশা করব আপনার কাছে এমন কিছু রয়েছে যা প্রফেসর চৌধুরীর কাছে নেই।”

কথাটার আকস্মিকতায় অন্তরা চমকে গেল ।

“আপনার ঐ হ্যান্ডব্যাগে নিশ্চয়ই খাবার মত কিছু আছে ।”

অন্তরা খানিকক্ষণ থতমত হয়ে রইল, তারপর ব্যাগটা খুলে একটা কলা বার করে দিল । লাঞ্ছের জন্য রাখা ছিল । যাকগে, আরেকটা রয়েছে ।

মানবেন্দ্র কলাটা হাতে নিয়ে খোসাটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন - “ ভোট বড় বালাই, বুঝলেন । কি না কি করতে হয়!” তারপর কলাটা কামড়ে নিশ্চিন্তে চিবোতে লাগলেন ।

অন্তরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল - “যদিও এতে কিছু প্রমাণ হয় না । রোবট একেবারে মানুষের মত হলে তাতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করা যায় । কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।”

“আমিও সেটাই বলতে চাইছি!” - মানবেন্দ্র কলাটা শেষ করলেন - “ যাকগে, আমি পেলাম রম্ভা, আপনারা কি পেলেন জানিনা ।”

চৌধুরী ইঙ্গিতে উঠে পড়লেন । মানবেন্দ্র যেতে যেতেই বললেন - “ও আরেকটা কথা । এরপরে ভোটটা আমায় দেবেন আশা করি!”

তিন

চাড্ডার চাউনিতে এমন কিছু আছে যেটা অন্তরাকে রীতিমত অস্বস্তিতে ফেলেছে । সরীসৃপের মত । সব গিলে খেতে চায় । চাড্ডা রূপের সিগারেট কেসটা আবার ওলট পালট করছেন । ঘরটা আজ বেশিই ঠান্ডা লাগছে ।

“আপনি বলছেন যে মিস্টার মুখার্জি রোবট কিনা সেটা আপনারা বলতে পারছেন না।”

“না”, অন্তরা গলা পরিষ্কার করে নিল - “ওনার সাথে কথাবার্তা বলে বিশেষ কিছু জানা যায়নি ।”

“কারণ? আপনি তো রোবোসাইকিয়াট্রিস্ট! তবুও কিছু বুঝতে পারেননি ।”

"না। আমার পড়াশোনা যা কিছু সেসব রোবটের যে তিনটে সূত্র নিয়ে, সেগুলো দিয়ে এই সমস্যার সমধান হবেনা, আপনাকে আগেও বলেছি।"

"Why not?" - চাড্ডা অনুসন্ধিৎসু।

চৌধুরী এবার একটা রিমোট টিপলেন, বড় স্ক্রিনে আসিমভের তিনটে সূত্র ফুটে উঠল।

"১ কোন রোবট কখনো কোন মানুষকে আঘাত করবেনা, এবং জ্ঞানতঃ আঘাত পেতেও দেবেনা।

২ রোবট সবসময় মানুষের কথা মেনে চলবে, যদি না সেটা প্রথম সূত্রের বিরোধী হয়।

৩ রোবটের আত্মরক্ষার অধিকার আছে, যদি সেটা প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রের বিরোধী না হয়।"

"এখন আপনিই ভেবে দেখুন, এই তিনটে সূত্র যে মেনে চলে সেই কি রোবট?"

চাড্ডা ভাল করে বার বার পড়লেন। তারপরে বললেন - "আই সি"।

"এই সূত্রগুলো নিতান্ত কমন সেন্স। যে কোন ভাল মানুষই এগুলো মেনে চলবে। এই সূত্রগুলো মেনে চলা মানেই যে সে রোবট তা নয়। ইন ফ্যাক্ট, একজন ভীষণ ভাল মানুষ আর রোবটের মানসিক গড়নটা একরকম।" - অন্তরা এক নিঃশ্বাসে বলল - "মিস্টার মুখার্জি রোবট হতেও পারেন, কিন্তু তিনি যে ভদ্রলোক তাতে সন্দেহ নেই।"

"এত ঘোরপ্যাঁচের কি দরকার, ওনার একটা এক্স রে করিয়ে নিলেই তো হয়?" চৌধুরী বললেন।

"অত সোজা নয়, ভদ্রলোক এলেবেলে নন যে ধরে বেঁধে কিছু একটা করিয়ে নেব," -

চাড্ডা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন - "অপোজিশনের লীডার, উকিল মানুষ, আবার প্রাইম মিনিষ্টারিয়াল ক্যান্ডিডেট। এক্স-রের পারমিশন করাতে করাতে ভোট এসে যাবে।"

অন্তরা বলল - "একটা উপায় হতেই পারে।"

চাড্ডা জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন।

"উনি যে রোবট নন সেটা প্রমাণ করার একটা উপায় আছে।"

"সেই প্রমাণ নিয়ে আমি কি করব," - চাড্ডা হতাশ হলেন, "আমার দরকার উনি যে রোবট সেটা প্রমাণ করা।"

"সবটাই বুঝেছি। কিন্তু সরাসরি উনি যে রোবট সেটা প্রমাণ করার একমাত্র উপায় এক্স রে করা। আর কিছু তো দেখছিনা।"

চাড্ডা সরু চোখে অন্তরার দিকে তাকিয়ে বললেন - "তাহলে তাই। সে ব্যবস্থাই করছি। পরে কিন্তু আমায় দোষ দেবেননা।"

সেদিন রাতে গোটা ঘটনাটা অন্তরা টেলিভিশনে দেখেছিল।

মানবেন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ রেড হওয়ার পর কিছু না পেয়ে ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এসে বললেন - "মিস্টার মুখার্জি, আমাদের তল্লাশি কিন্তু শেষ হয়নি।"

মানবেন্দ্র তখন একটা গাউন পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সামনে গোটা দেশের সমস্ত চ্যানেল। থিকথিকে ভিড়। শুধু ভিড় সামলাতে আলাদা এক ব্যাটেলিয়ন পুলিশ ডাকতে হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় জায়গাটা দিনের আলোর মত ঝলমল করছে।

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র বললেন - "এখনো বাকি আছে কিছু?"

ইন্সপেক্টর ঢোক গিলে বললেন - "আমাদের কাছে নির্দেশ আছে আপনাকে সার্চ করার।"

মানবেন্দ্র গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে বললেন - "না, কোন রোবট নেই। আপনি দেখে নিতে পারেন।"

"মাফ করবেন, আমাদের নির্দেশ আপনার এক্স রে করার জন্য।"

মানবেন্দ্র এবার ইন্সপেক্টরের চোখে চোখ রেখে বললেন - "আপনি কার সাথে কথা বলছেন জানেন তো?"

ইন্সপেক্টর ভালই জানেন। কিন্তু তিনি কার চাকরি করেন সেটাও তার অজানা নয় -

"আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে", তিনি থেমে থেমে বললেন।

"কই দেখি সেটা" - মানবেন্দ্র হাত বাড়িয়ে দিলেন। ইন্সপেক্টর কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন।

"হুঁ, এতে লেখা আছে এই আদেশের মাধ্যমে শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জির সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি এবং তার অন্তর্গত সমস্ত আসবাব, movable and immovable property তল্লাশী করা যাবে, তাই তো?"

"হ্যাঁ" - ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াচ্ছে ইন্সপেক্টর বুঝতে পারছেন না।

"কিন্তু আমার শরীরটা তো আসবাব নয়, এর ওপর আমার প্রাইভেসি রয়েছে । Right to privacy কেড়ে নিতে গেলে আপনাকে অন্য ওয়ারান্ট আনতে হবে।"

"আপনি যদি রোবট হন, তাহলে আপনার right to privacy নেই।" - ইন্সপেক্টর সাহস করে বললেন।

"Very true, কিন্তু আপনার এই কাগজটাতেই তো লেখা আছে যে আমি রোবট নই, আমি মানুষ?"

"কোথায়?" - ইন্সপেক্টর খতমত খেয়ে গেলেন।

"কেন, এই যে" - মানবেন্দ্র আগুল দিয়ে দেখালেন - "মানবেন্দ্র মুখার্জির সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি। আমি যদি রোবট হই, তাহলে আমার সম্পত্তি কিসের? আমাদের সংবিধান অনুসারে রোবটের তো সম্পত্তি থাকতেই পারেনা," - মানবেন্দ্র ক্যামেরার দিকে তাকালেন - "আপনারা কি বলেন?"

অন্তরা টেলিভিশন বন্ধ করে দিল। এরপরে কি হবে জানা আছে। বেচারী ইন্সপেক্টরের জন্য অন্তরার করুণা হল।

চার

এর প্রায় পনেরদিন পর, মানবেন্দ্র মুখার্জি অম্বিকানগরে জনসভা করলেন।

"বন্ধুগণ, গত দু সপ্তাহ ঘরে আমার নামে যে অপপ্রচার চলেছে, আজ আমি সরাসরি, সবার সামনে তার জবাব দিতে এসেছি। গত দু সপ্তাহ ধরে যেভাবে ক্রমাগত মিথ্যা বলে আর কুৎসা রটিয়ে আমাকে হেনস্থা করা হয়েছে, আমার বিশ্বাস এ দেশের লোক তা কখনো ভুলবেন না। শুধু আমি নয়, যে কোন কারোকে ধরে এনে যেকোন অভিযোগে গ্রেপ্তার করে, অত্যাচার করে, তার পরিবারের ওপর আক্রমণ করে তার জীবন নষ্ট করে দেওয়াটা এই সরকারে স্বভাব হয়ে গেছে" - মানবেন্দ্র মুখার্জি উত্তেজিত, - "আমার বিশ্বাস, আমার দেশের লোক ব্যালটের মাধ্যমে এই অন্যায়ের জবাব দেবেন।"

অন্তরা, চৌধুরী, আর চাড্ডা একটা গাড়ির ভিতর থেকে ব্যাপারটা দেখেছেন। প্রায় লাখখানেক লোক। গাছের ওপর, তাবুর মাথায়, বাড়ির ছাদে, সবজায়গায় লোকে লোকারণ্য।

"কি মনে হচ্ছে?" - চাড্ডার প্রশ্ন।

"যতক্ষণ না উনি নিজে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলছেন, ততক্ষণ সত্যিটা জানার কোন উপায় নেই" - অন্তরা ভাবলেশহীন - "আপনি নিশ্চয়ই সেটা বুঝে গেছেন।

মানবেন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ রেড করিয়ে নাক কাটানোর পর চাড্ডা নিজের দলেই যথেষ্ট হেনস্থা হয়েছেন। সেটা মনে করেই বোধহয় তিনি চুপ করে গেলেন।

"দেশের লোকের খাবার নেই, জল নেই, পরার কাপড় নেই, স্কুলে মাস্টারমশাই নেই, হাসপাতালে ডাক্তারবাবু নেই, ওদিকে ওনারা সব মনোযোগ দিয়ে আমার পিছনে লেগেছেন। এতটা নজর যদি দেশের দিকে দিতেন, তাহলে আজ দেশের এই হাল হতনা" - মানবেন্দ্র গরম বক্তৃতা করছেন। অন্তরা মন দিয়ে শুনছে। চাড্ডা টেলিভিশনে ইন্টারনেটে এমন প্রচার চালিয়েছেন, যে প্রতিটা বাচ্চা অন্দি রোবটিকসের তিনটে সূত্র শিখে গেছে। এমনকি, ভোটের আর কোন ইস্যুই নেই, সর্বত্র এই এক প্রশ্ন মানবেন্দ্র মুখার্জি রোবট কি না। অন্তরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"আমার বাড়িতে পুলিশ রেড করিয়ে, আমাকে সবার সামনে অপদস্থ করে ওরা কি প্রমাণ করতে চাইছেন আমি জানিনা। যদি আমাকে ক্রমাগত অপমান করে ওরা সুখ পান, তাহলে তাই সই। প্রধানমন্ত্রী হতে চাইনা, নেতা হতেও চাইনা, শুধু ওনাদের কাছে আবেদন, দয়া করে নিজেদের কাজটুকু করুন" - মানবেন্দ্রর গলা আবেগঘন হয়ে উঠল।

ঠিক তখনই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা চটি উড়ে এসে মানবেন্দ্রর গালে লাগল।

স্টেজের সামনেটায় একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলা তৈরি হল। যে চটি ছুঁড়েছে, দু চারজন ছেলে তাকে মাটিতে ফেলে পেটাতে লাগল।

"চাল" - চাড্ডা অস্ফুটে বললেন।

"ওকে কিছু করবেন না" - মানবেন্দ্রর আবেদন - "ওকে যা বলার বলতে দিন, আপনি স্টেজে আসুন।"

একটা বাইশ তেইশ বছরের ছেলে স্টেজে উঠে এল। মার খেয়ে একটু উস্কো খুস্কো। নাকের নিচে রক্ত। হাঁপাচ্ছে।

"আপনার যা বলার সামনে এসে বলুন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার কোন ক্ষতি হতে দেবনা।"

"আপনি একজন রোবট" - ছেলেটা চিল্লাতে লাগল - "রোবটকে আমরা প্রধানমন্ত্রী করতে চাইনা।"

"আপনার কোন প্রমাণ আছে?"

"আপনি প্রমাণ করুন" - ছেলেটা তখনো হাঁপাচ্ছে।

"কি প্রমাণ চান আপনি?"

একটা আশঙ্কায় অন্তরা কেঁপে উঠল।

ছেলেটা মাইক টেনে নিইয়ে বলল - "রোবট মানুষকে আঘাত করতে পারেনা। প্রথম সূত্র। রোবট মানুষের ওপর গুলি চালাতে পারেনা, মানুষের গলা কাটতে পারেনা, রোবট মানুষকে গ্যাস চেম্বারে ভরতে পারেনা, রোবট একটা জলজ্যন্ত শহরের ওপর পরমাণু বোমা ফেলতে পারেনা। এসব মানুষই পারে, শুধু মানুষই পারে।" - তারপর মানবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল - "আপনি যদি মানুষ হন, তাহলে মানুষের মত কাজ করুন।"

মানবেন্দ্র ঠান্ডা চোখে দেখছেন ছেলেটাকে - "আমায় কি করতে হবে।"

"আমি আপনাকে চটি ছুঁড়েছি, ওই চটি দিয়ে আপনি আমার গালে মারবেন।"

পুরো জনসভা নিস্তব্ধ। অন্তরার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

"আমি যে রোবট নই সেটা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে আঘাত করতে হবে?" - মানবেন্দ্রর প্রশ্ন।

"অবশ্যই। নইলে আমরা ধরে নেব আপনি রোবট।"

মানবেন্দ্র এবার চটিটা হাতে করে তুলে নিয়ে মাইকে বললেন - "আমি সবরকম ভায়োলেপের বিরোধী। কিন্তু, নিজেকে মানুষ প্রমাণ করতে গেলে যদি মানুষকে আঘাতই করতে হয়, তাহলে তাই।"

মানবেন্দ্র চটিটা দিয়ে ছেলেটার গালে বেশ জোরেই মারলেন। ছেলেটা পড়ে গেল। অন্তরা জানলার কাঁচ তুলে দিয়ে বলল - "চলুন"।

দূর থেকে চাড্ডা দেখলেন - ছেলেটা হতভম্ব হয়ে স্টেজ থেকে নেমে গেল।

গাড়ি অস্থিকানগর ছাড়িয়ে দিল্লির দিকে যাচ্ছে। হাইওয়ের বাতাসে অন্তরার চুল উড়ছে।

চাড্ডা অন্যমনস্ক। চৌধুরী ফোন ঘাঁটছেন। অন্তরার মনে খালি একটা খটকা লাগছে।

"তাহলে উনি সত্যিই মানুষ?" - চাড্ডার প্রশ্ন।

"হ্যাঁ" - অন্তরা বলল - "কিন্তু .."

"কিন্তু আবার কি" - চৌধুরীর প্রশ্ন - "চোখের সামনে একটা মানুষকে চড় মারল। কোন রোবট কোনদিন এই কাজ করবেনা।"

“হ্যাঁ, তাই, যদি না...”

চাড্ডা অন্তরার দিকে তাকালেন।

"যদি না যাকে মারল, সেও রোবট হয়।"

(আসিমভ এবার বোধহয় ক্ষমা করবেন)

জলন্ধর, ২০১৯